বৈদিক-জ্ঞান দান

কারণ তাঁকে একান্তভাবে জানা জীবের অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং সমস্ত বৈদিকশাস্ত্র তথা বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা।

ভগবদ্গীতা ১৫.১৫

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)
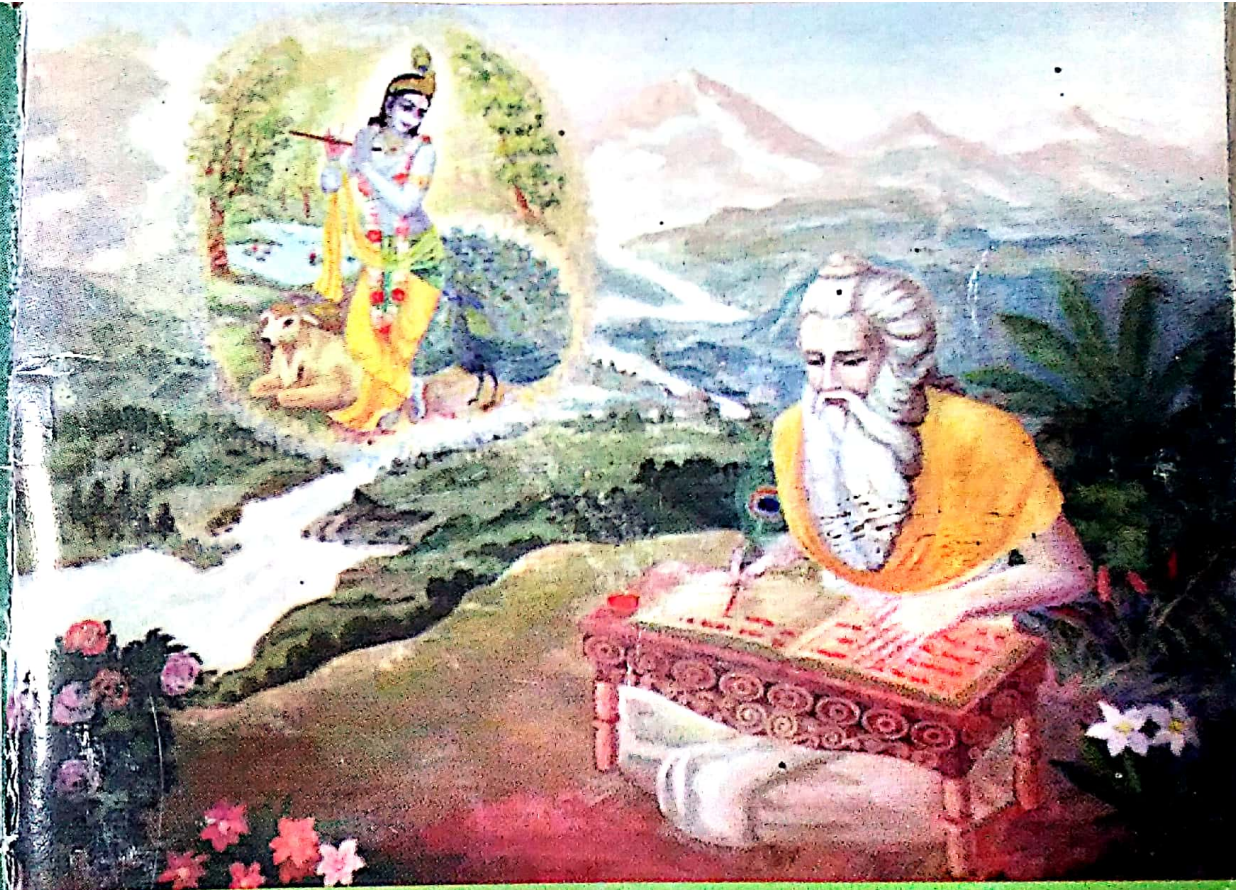
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য :

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

মায়াপুর ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন

ঢাকা, বাংলাদেশ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নির্বাচিত শ্লোকাবলি

ভক্তিশাস্ত্রী ও ভক্তিবৈভব কোর্সের জন্য

মায়াপুর ইনস্টিটিউট ফর হায়ার এডুকেশন

ঢাকা, বাংলাদেশ

৭৯, স্বামীবাগ রোড, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা-১১০০

মোবাইল নম্বর : ০১৮৬৩৮৩০৮০৪, ০১৯১৪২৫৭৪২৬

ই-মেইল : mibd.iskcon@gmail.com

নির্বাচিত শ্লোকাবলি

প্রকাশক

শ্রীপাদ চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্লোক সংগ্রহ ও কম্পোজ :
সুমেধা নিমাই দাস, শরণাগত বলরাম দাস ও প্রাণসখা সুবল দাস

সম্পাদনা :
কৃষ্ণমুরারি দাস

নির্দেশনায় :
শ্রীপাদ জগৎগুরু গৌরাঙ্গ দাস
শ্রীপাদ পতিত উদ্ধারণ গৌর দাস
শ্রীপাদ শুভ নিতাই গৌর দাস
শ্রীমান তেজ গোবিন্দ দাস

প্রকাশনায়
মায়াপুর ইনস্টিটিউট
ঢাকা, বাংলাদেশ

উৎসর্গ

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের করকমলে অতুল শ্রদ্ধা ও প্রীতির সাথে উৎসর্গ করা হলো

সূচিপত্র

অনুভাগ– ১ : গীতা (অধ্যায় ১-৬)

অধ্যায় : ২

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥২/৭॥

কার্পণ্য– কৃপণতা; দোষ– দুর্বলতা; উপহত– প্রভাবিত হয়ে; স্বভাবঃ– স্বভাব; পৃচ্ছামি– আমি জিজ্ঞাসা করছি; ত্বাম্– তোমাকে; ধর্ম– ধর্ম; সম্মূঢ়– হতবুদ্ধি; চেতাঃ– চিত্ত; যৎ– যা; শ্রেয়ঃ– শ্রেয়স্কর; স্যাৎ– হয়; নিশ্চিতম্– নিশ্চিতভাবে; ব্রূহি– বল; তৎ– তা; মে– আমাকে; শিষ্যঃ– শিষ্য; তে– তোমার; অহম্– আমি; শাধি– নির্দেশ দাও; মাম্– আমাকে; ত্বাম্– তোমার; প্রপন্নম্– আত্মসমর্পিত।

অনুবাদ : কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছি। এ অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, এখন কী করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তা আমাকে বলো। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥২/১৩॥

দেহিনঃ–দেহীর; অস্মিন্–এই; যথা–যেমন; দেহে–দেহে; কৌমারম্–কৌমার; যৌবনম্–যৌবন; জরা–বার্ধক্য; তথা–তেমনই; দেহান্তর–দেহান্তর; প্রাপ্তিঃ– লাভ হয়; ধীরঃ–স্থিরবুদ্ধি; তত্র–তাতে; ন–না; মুহ্যতি–মোহগ্রস্ত হন।

অনুবাদ : দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, তেমনি মৃত্যুকালে ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনো দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনোই এ পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২/২০॥

ন–না; জায়তে–জন্ম হয়; ম্রিয়তে–মৃত্যু হয়; বা–অথবা; কদাচিৎ–কখনো (অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে), ন–না; অয়ম্–এই; ভূত্বা–উৎপন্ন হয়ে; ভবিতা–উৎপন্ন হবে; বা–অথবা; ন–না; ভূয়ঃ–উৎপন্ন হয়েছে; অজঃ–জন্মরহিত; নিত্যঃ–নিত্য; শাশ্বতঃ–চিরস্থায়ী; অয়ম্–এই; পুরাণঃ–পুরাতন; ন–না; হন্যতে–নিহত হয়; হন্যমানে–হত হলেও; শরীরে–দেহ।

অনুবাদ : আত্মার কখনো জন্ম অথবা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য ও পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনোই বিনষ্ট হয় না।

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥২/৪৪॥

ভোগ–জড় সুখভোগে; ঐশ্বর্য–ঐশ্বর্যে; প্রসক্তানাম্–যারা গভীরভাবে আসক্ত; তয়া–তাদের দ্বারা; অপহৃতচেতসাম্–বিমূঢ়চিত্ত; ব্যবসায়াত্মিকা–দৃঢ়চিত্ত; নিশ্চয়াত্মিকা; বুদ্ধিঃ– ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত ভাব; সমাধৌ–সংযতচিত্ত; ন–না; বিধীয়তে–হয় না।

অনুবাদ : যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।

অধ্যায়- ৩

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥৩/২৭॥

প্রকৃতেঃ–জড়া প্রকৃতির; ক্রিয়মাণানি–ক্রিয়মাণ; গুণৈঃ–গুণের দ্বারা; কর্মাণি–সমস্ত কর্ম; সর্বশঃ–সর্বপ্রকার; অহঙ্কার-বিমূঢ়–অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; আত্মা–আত্মা; কর্তা–কর্তা; অহম্–আমি; ইতি–এভাবে; মন্যতে–মনে করে।

অনুবাদ : অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'– এ অভিমান করে।

অধ্যায়- ৪

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥৪/২॥

এবম্–এভাবে; **পরম্পরা**–পরম্পরাক্রমে; **প্রাপ্তম্**–প্রাপ্ত; **ইমম্**–এই বিজ্ঞান; **রাজর্ষয়ঃ**–রাজর্ষিরা; **বিদুঃ**–বিদিত হয়েছিলেন; **সঃ**–সেই জ্ঞান; **কালেন**–কালের প্রভাবে; **ইহ**–এই জগতে; **মহতা**–সুদীর্ঘ; **যোগঃ**–পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ জ্ঞান সমন্বিত বিজ্ঞান; **নষ্টঃ**–বিনষ্ট; **পরন্তপ**–হে শত্রু দমনকারী অর্জুন।

অনুবাদ : এভাবেই পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এ পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হওয়ায় সে যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৪/৮॥

পরিত্রাণায়–পরিত্রাণ করার জন্য; **সাধূনাম্**–ভক্তদের; **বিনাশায়**–বিনাশ করার জন্য; **চ**–এবং; **দুষ্কৃতাম্**–দুষ্কৃতকারীদের; **ধর্ম**–ধর্ম; **সংস্থাপনার্থায়**–সংস্থাপনের জন্য; **সম্ভবামি**–অবতীর্ণ হই; **যুগে যুগে**–যুগে যুগে।

অনুবাদ : সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥৪/৯॥

জন্ম–জন্ম; **কর্ম**–কর্ম; **চ**–এবং; **মে**–আমার; **দিব্যম্**–দিব্য; **এবম্**–এভাবে; **যঃ**–যিনি; **বেত্তি**–জানেন; **তত্ত্বতঃ**–যথার্থভাবে; **ত্যক্ত্বা**–ত্যাগ করে; **দেহম্**–বর্তমান দেহ; **পুনঃ**–পুনরায়; **জন্ম**–জন্ম; **ন**–না; **এতি**–প্রাপ্ত হন; **মাম্**–আমাকে; **এতি**–প্রাপ্ত হন; **সঃ**–তিনি; **অর্জুন**–হে অর্জুন।

অনুবাদ : হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৪/৩৪॥

তৎ–বিভিন্ন যজ্ঞের সেই জ্ঞান; **বিদ্ধি**–জানার চেষ্টা করা; **প্রণিপাতেন**–সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে; **পরিপ্রশ্নেন**–ঐকান্তিক বিনম্র প্রশ্নের দ্বারা; **সেবয়া**–সেবার দ্বারা; **উপদেক্ষ্যন্তি**–উপদেশ দান করবেন; **তে**–তোমাকে; **জ্ঞানম্**–জ্ঞান; **জ্ঞানিনঃ**–আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; **তত্ত্ব**–তত্ত্ব; **দর্শিনঃ**–দ্রষ্টাগণ।

অনুবাদ : সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করো; বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন করো এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করো। তাহলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

অধ্যায়- ৫

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥৫/২২॥

যে–যে সমস্ত; **হি**–অবশ্যই; **সংস্পর্শজাঃ**–জড় ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত; **ভোগাঃ**–ভোগসমূহ; **দুঃখ**–দুঃখ; **যোনয়ঃ**–কারণ; **এব**–অবশ্যই; **তে**–সেই সমস্ত; **আদি**–আদি; **অন্তবন্তঃ**–অন্তবিশিষ্ট; **কৌন্তেয়**–হে কুন্তীপুত্র; **ন**–না; **তেষু**–তাতে; **রমতে**–প্রীতি লাভ করেন; **বুধঃ**–বিবেকী ব্যক্তি।

অনুবাদ : বিবেকবান পুরুষ দুঃখের কারণ যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ভোগ, তাতে আসক্ত হন না। হে কৌন্তেয়, এ ধরনের সুখভোগ আদি ও অন্তবিশিষ্ট। তাই, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাতে প্রীতি লাভ করেন না।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥৫/২৯॥

ভোক্তারম্–ভোক্তা; **যজ্ঞ**–যজ্ঞ; **তপসাম্**–তপস্যার; **সর্বলোক**–সর্বলোকের; **মহেশ্বরম্**–পরম ঈশ্বর;

সুহৃদম্–সুহৃদ; **সর্ব**–সমস্ত; **ভূতানাম্**–জীবের; **জ্ঞাত্বা**–এভাবে জেনে; **মাম্**–আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে); **শান্তিম্**–জড় দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি; **ঋচ্ছতি**–লাভ করেন।

অনুবাদ : আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।

অধ্যায়- ৬

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৬/৪৭॥

যোগিনাম্–যোগীদের; **অপি**–ও; **সর্বেষাম্**–সর্বপ্রকার; **মদ্‌গতেন**–আমাতেই আসক্ত; **অন্তরাত্মনা**–অন্তরে সব সময় আমার কথা চিন্তা করে; **শ্রদ্ধাবান্**–পূর্ণবিশ্বাস সহকারে; **ভজতে**–ভজনা করেন; **যঃ**–যিনি; **মাম্**–আমাকে (পরমেশ্বর ভগবানকে); **সঃ**–তিনি; **মে**–আমার; **যুক্ততমঃ**–সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; **মতঃ**–অভিমত।

অনুবাদ : যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেটিই আমার অভিমত।

অনুভাগ– ২ : গীতা (অধ্যায় ৭-১২)

অধ্যায় ৭

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥৭/৫॥

অপরা–নিকৃষ্টা; **ইয়ম্**–এই; **ইতঃ**–ইহা ব্যতীত; **তু**–কিন্তু; **অন্যাম্**–আর একটি; **প্রকৃতিম্**–প্রকৃতি; **বিদ্ধি**–অবগত হয়; **মে**–আমার; **পরাম্**–উৎকৃষ্টা; **জীবভূতাম্**–জীবস্বরূপা; **মহাবাহো**–হে মহাবীর; **যয়া**–যার দ্বারা; **ইদম্**–এই; **ধার্যতে**–ধারণ করে আছে; **জগৎ**–জড় জগৎ।

অনুবাদ : হে মহাবাহো, এ নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এ জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৭/১৪॥

দৈবী–অলৌকিকী; **হি**–নিশ্চয়; **এষা**–এই; **গুণময়ী**–ত্রিগুণময়ী; **মম**–আমার; **মায়া**–শক্তি; **দুরত্যয়া**–দুরতিক্রমণীয়া; **মাম্**–আমাকে; **এব**–অবশ্যই; **যে**–যাঁরা; **প্রপদ্যন্তে**–শরণাগত হন; **মায়াম্ এতাম্**–এ মায়াশক্তিকে; **তরন্তি**–উত্তীর্ণ হন; **তে**–তাঁরা।

অনুবাদ : আমার এ দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এ মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥৭/১৯॥

বহূনাম্–বহু; **জন্মনাম্**–জন্মের; **অন্তে**–পরে; **জ্ঞানবান্**–তত্ত্বজ্ঞানী; **মাম্**–আমাতে; **প্রপদ্যতে**–প্রপত্তি করেন; **বাসুদেবঃ**–বাসুদেব; **সর্বম্**–সমস্ত; **ইতি**–এভাবে; **সঃ**–সেরূপ; **মহাত্মা**–মহাপুরুষ; **সুদুর্লভঃ**–অত্যন্ত দুর্লভ।

অনুবাদ : বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

অধ্যায়- ৮

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৮/৫॥

অন্তকালে–অন্তিম সময়ে; **চ**–ও; **মাম্**–আমাকে; **এব**–অবশ্যই; **স্মরন্**–স্মরণ করে; **মুক্ত্বা**–ত্যাগ করে; **কলেবরম্**–দেহ; **যঃ**–যিনি; **প্রয়াতি**–প্রয়াণ করেন; **সঃ**–তিনি; **মদ্ভাবম্**–আমার স্বভাব; **যাতি**–লাভ করেন; **নাস্তি**–নেই; **অত্র**–এখানে; **সংশয়ঃ**–সন্দেহ।

অনুবাদ : মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৮/১৬॥

আব্রহ্ম–ব্রহ্মলোক পর্যন্ত; **ভুবনাৎ**–পৃথিবী থেকে; **লোকাঃ**–লোকসমূহ; **পুনঃ**–পুনরায়; **আবর্তিনঃ**–আবর্তনশীল; **অর্জুন**–হে অর্জুন; **মাম্**–আমাকে; **উপেত্য**–প্রাপ্ত হলে; **তু**–কিন্তু, **কৌন্তেয়**–হে কুন্তীপুত্র; **পুনর্জন্ম**–পুনর্জন্ম; **ন**–না; **বিদ্যতে**–হয়।

অনুবাদ : হে অর্জুন, এ ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ এখানে পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

অধ্যায়- ৯

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥৯/২॥

রাজবিদ্যা–সমস্ত বিদ্যার রাজা; **রাজগুহ্যম্**–গোপনীয় জ্ঞানসমূহের রাজা; **পবিত্রম্**–পবিত্র; **ইদম্**–এই; **উত্তমম্**–উত্তম; **প্রত্যক্ষ**–প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা; **অবগমম্**–উপলব্ধ হয়; **ধর্ম্যম্**–ধর্ম; **সুসুখম্**–অত্যন্ত সুখদায়ক; **কর্তুম্**–অনুষ্ঠান করতে; **অব্যয়ম্**–অব্যয়।

অনুবাদ : এ জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধ হয় বলে তা প্রকৃত ধর্ম। এ জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৯/৪॥

ময়া–আমার দ্বারা; **ততম্**–ব্যাপ্ত; **ইদম্**–এই; **সর্বম্**–সমস্ত; **জগৎ**–বিশ্ব; **অব্যক্তমূর্তিনা**–অব্যক্তরূপে; **মৎস্থানি**–আমাতে অবস্থিত; **সর্বভূতানি**–সমস্ত জীব; **ন**–না; **চ**–ও; **অহম্**–আমি; **তেষু**–তাতে; **অবস্থিতঃ**–অবস্থিত।

অনুবাদ : অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥৯/১৪॥

সততম্–নিরন্তর; **কীর্তয়ন্তঃ**–কীর্তন করে; **মাম্**–আমাকে; **যতন্তঃ**–যত্নশীল হয়ে; **চ**–ও; **দৃঢ়ব্রতাঃ**–দৃঢ়ব্রত; **নমস্যন্তঃ**–নমস্কার করে; **চ**–ও; **মাম্**–আমাকে; **ভক্ত্যা**–ভক্তি সহকারে; **নিত্যযুক্ত্যাঃ**–নিরন্তর যুক্ত হয়ে; **উপাসতে**–উপাসনা করে।

অনুবাদ : দৃঢ়ব্রত ও যত্নশীল হয়ে, সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে, এ সমস্ত মহাত্মারা নিরন্তর যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করেন।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥৯/২৫

যান্তি–প্রাপ্ত হন; **দেবব্রতাঃ**–দেবতাদের; **পিতৃন্**–পূর্ব-

-পুরুষদের; যান্তি–লাভ করেন; পিতৃব্রতাঃ–পিতৃপুরুষদের উপাসকগণ; ভূতানি–ভূত-প্রেতদের; যান্তি–লাভ করেন; ভূতেজ্যাঃ–ভূত-প্রেত আদির উপাসকগণ; যান্তি–লাভ করেন; মৎ–আমার; যাজিনঃ–ভক্তগণ; অপি–কিন্তু; মাম্–আমাকে।

অনুবাদ : দেব-উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হন; পিতৃ পুরুষের উপাসকেরা পিতৃলোক লাভ করেন; ভূত-প্রেত আদির উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করেন, এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥৯/২৬॥

পত্রম্–পত্র; পুষ্পম্–ফুল; ফলম্–ফল; তোয়ম্–জল; যঃ–যিনি; মে–আমাকে; ভক্ত্যা–ভক্তি সহকারে; প্রযচ্ছতি–প্রদান করেন; তৎ–তা; অহম্–আমি; ভক্ত্যুপহৃতম্–ভক্তি সহকারে নিবেদিত; অশ্নামি–গ্রহণ করি; প্রযতাত্মনঃ–আমার ভক্তির প্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত সেই ব্যক্তির।

অনুবাদ : যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥৯/২৭॥

যৎ–যা; করোষি–তুমি কর; যৎ–যা; অশ্নাসি–তুমি খাও; যৎ–যা; জুহোষি–হোম কর; দদাসি–দান কর যৎ–যা; যৎ–যা; তপস্যসি–তপস্যা কর; কৌন্তেয়–হে কুন্তীপুত্র; তৎ–তা; কুরুষ্ব–কর; মৎ–আমাকে; অপর্ণম্–সমর্পণ।

অনুবাদ : হে কৌন্তেয়, তুমি যা অনুষ্ঠান করো, যা আহার করো, যা হোম করো, যা দান করো এবং যে তপস্যা করো– সমস্তই আমাকে সমর্পণ করো।

সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥৯/২৯॥

সমঃ–সমভাবাপন্ন; অহম্–আমি; সর্বভূতেষু–সমস্ত জীবের প্রতি; ন–নয়; মে–আমার; দ্বেষ্যঃ–বিদ্বেষ ভাবাপন্ন; অস্তি–হয়; ন–নয়; প্রিয়ঃ–প্রিয়; যে–যাঁরা; ভজন্তি–ভজনা করেন; তু–কিন্তু; মাম্–আমাকে; ভক্ত্যা–ভক্তির দ্বারা; ময়ি–আমাতে; তে–তাঁরা; তেষু–তাঁদের; চ–ও; অপি–অবশ্যই; অহম্–আমি।

অনুবাদ : আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার বিদ্বেষভাবাপন্ন নয় এবং প্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁদের মধ্যে বাস করি।

অধ্যায় ১০

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥১০/৮॥

অহম্—আমি; সর্বস্য—সকলের; প্রভবঃ—উৎপত্তির হেতু; মত্তঃ—আমার থেকে; সর্বম্—সবকিছু; প্রবর্ততে—প্রবর্তিত হয়; ইতি—এভাবে; মত্বা—জেনে; ভজন্তে—ভজনা করেন; মাম্—আমাকে; বুধাঃ—পণ্ডিতগণ; ভাবসমন্বিতাঃ—ভাবযুক্ত হয়ে।

অনুবাদ : আমি জড় ও চেতন জগতের সবকিছুর উৎস। সবকিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০/১০॥

তেষাম্—তাঁদের; সততযুক্তানাম্—নিত্যযুক্ত; ভজতাম্—ভক্তিযুক্ত সেবাপরায়ণ হয়ে; প্রীতিপূর্বকম্—প্রীতিপূর্বক; দদামি—দান করি; বুদ্ধিযোগম্—বুদ্ধিযোগ; তম্—সেই; যেন—যার দ্বারা; মাম্—আমাকে; উপযান্তি—প্রাপ্ত হন; তে—তাঁরা।

অনুবাদ : যাঁরা ভক্তিযোগের দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনায় নিত্যযুক্ত, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।

অনুভাগ– ৩ : গীতা (অধ্যায় ১৩-১৮)

অধ্যায়- ১৩

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥১৩/২২॥

পুরুষঃ—জীব; প্রকৃতিস্থঃ—জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে; হি—অবশ্যই; ভুঙ্‌ক্তে—ভোগ করে; প্রকৃতিজান্—প্রকৃতিজাত; গুণান্—গুণসমূহ; কারণম্—কারণ; গুণসঙ্গঃ—প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে; অস্য—এই জীবের; সদসদ্—ভাল ও মন্দ; যোনি—যোনিতে; জন্মসু—জন্ম হয়।

অনুবাদ : জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে জীব প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তাদের সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥১৩/২৩॥

উপদ্রষ্টা—সাক্ষী; অনুমন্তা—অনুমোদনকারী; চ—ও; ভর্তা—পালক; ভোক্তা—ভোগকর্তা; মহেশ্বরঃ—পরমেশ্বর; পরমাত্মা—পরমাত্মা; ইতি—এভাবে; চ—এবং; অপি—ও; উক্তঃ—বলা হয়; দেহে—শরীরে; অস্মিন্—এই; পুরুষঃ—পুরুষ; পরঃ—পরম।

অনুবাদ : এ শরীরে আর একজন পরম পুরুষ রয়েছেন, যিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়।

অধ্যায় ১৪

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১৪/২৬॥

মাম্–আমাকে; চ–ও; যঃ–যিনি; অব্যভিচারেণ–ঐকান্তিক; ভক্তিযোগেন–ভক্তিযোগ দ্বারা; সেবতে–সেবা করেন; সঃ–তিনি; গুণান্–প্রকৃতির গুণকে; সমতীত্য–অতিক্রম করে; এতান্–এই সমস্ত; ব্রহ্মভূয়ায়–ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত; কল্পতে–হন।

অনুবাদ : যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন।

অধ্যায় ১৫

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥১৫/৭॥

মম–আমার; এব–অবশ্যই; অংশঃ–বিভিন্নাংশ; জীবলোকে–জড় জগতে; জীবভূতঃ–বদ্ধ জীব; সনাতনঃ–নিত্য; মনঃ–মন সহ; ষষ্ঠানি–ছয়; ইন্দ্রিয়াণি–ইন্দ্রিয়গুলিকে; প্রকৃতি–জড়া প্রকৃতিতে; স্থানি–স্থিত; কর্ষতি–কঠোর সংগ্রাম করছে।

অনুবাদ : এ জড় জগতে আবদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫/১৫॥

সর্বস্য–সমস্ত জীবের; চ–এবং; অহম্–আমি; হৃদি–হৃদয়ে; সন্নিবিষ্টঃ–অবস্থিত; মত্তঃ–আমার থেকে; স্মৃতিঃ–স্মৃতি; জ্ঞানম্–জ্ঞান; অপোহনম্–বিলোপ; চ–এবং; বেদৈঃ–বেদসমূহের দ্বারা; চ–ও; সর্বৈঃ–সমস্ত; অহম্–আমি; এব–অবশ্যই; চ–এবং; অহম্–আমি।

অনুবাদ : আমিই সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিলোপ হয়। আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ।

অধ্যায় ১৮

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥১৮/৫৪॥

ব্রহ্মভূতঃ–ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত; প্রসন্নাত্মা–প্রসন্নচিত্ত; ন–না; শোচতি–শোক করেন; ন–না; কাঙ্ক্ষতি–আকাঙ্ক্ষা

করেন; সমঃ–সমদর্শী; সর্বেষু–সমস্ত; ভূতেষু–প্রাণীর প্রতি; মদ্ভক্তিম্–আমার ভক্তি; লভতে–লাভ করেন; পরাম্–পরা।

অনুবাদ : ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হয়ে আমার পরাভক্তি লাভ করেন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরম্ ॥১৮/৫৫॥

ভক্ত্যা–শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা; মাম্–আমাকে; অভিজানাতি–জানতে পারেন; যাবান্–যে রকম; যঃ চ অস্মি–স্বরূপত আমি হই; তত্ত্বতঃ–যথার্থরূপে; ততঃ–তারপর; মাম্–আমাকে; তত্ত্বতঃ–যথার্থরূপে; জ্ঞাত্বা–জেনে; বিশতে–প্রবেশ করতে পারেন; তদনন্তরম্–তার পরে।

অনুবাদ : কেবল ভক্তির দ্বারাই আমি স্বরূপত যেরূপ, ঠিক সেরূপে আমাকে কেউ তত্ত্বত জানতে পারেন। এ প্রকার ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বত জেনে, তার পরে তিনি আমার ধামে প্রবেশ করতে পারেন।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥১৮/৬৪॥

সর্বগুহ্যতমম্–সবচেয়ে গোপনীয়; ভূয়ঃ–পুনরায়; শৃণু–শ্রবণ কর; মে–আমার থেকে; পরমম্–পরম; বচঃ–উপদেশ; ইষ্টঃ–প্রিয়; অসি–হও; মে–আমার; দৃঢ়ম্–অতিশয়;

ইতি–এভাবে; ততঃ–সেই হেতু; বক্ষ্যামি–বলছি; তে–তোমার; হিতম্–হিতের জন্য।

অনুবাদ : তুমি আমার কাছ থেকে সবচেয়ে গোপনীয় পরম উপদেশ শ্রবণ করো। যেহেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, সেহেতু তোমার হিতের জন্যই আমি বলছি।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥১৮/৬৫॥

মন্মনাঃ–মদ্‌গতচিত্ত; ভব–হও; মদ্ভক্তঃ–আমার ভক্ত; মদ্‌যাজী–আমার পূজক; মাম্–আমাকে; নমস্কুরু–নমস্কার কর; মাম্–আমাকে; এব–অবশ্যই; এষ্যসি–প্রাপ্ত হবে; সত্যম্–সত্যই; তে–তোমার কাছে; প্রতিজানে–প্রতিজ্ঞা করছি; প্রিয়ঃ–প্রিয়; অসি–তুমি হও; মে–আমার।

অনুবাদ : তুমি আমাতে চিত্ত অর্পণ করো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে নমস্কার করো। তাহলে তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এজন্য আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

অনুভাগ– ৪ : ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্মাদি-অনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥
(ভ.র.সি ১/১/১১)

অন্যাভিলাষিতা–ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভিন্ন অন্য কোন বাসনা, (যেমন মাংসাহার, অবৈধ যৌন-সঙ্গ, জুয়াখেলা ও আসব-পানে আসক্তি); **জ্ঞান**–অদ্বৈতবাদী মায়াবাদীদের দার্শনিক জ্ঞান, **কর্ম**–সকাম কর্ম, কৃত্রিমভাবে বৈরাগ্য পালন, যান্ত্রিকভাবে যোগাভ্যাস ও সাংখ্য--দর্শন অনুশীলনের দ্বারা ইত্যাদি, **অনাবৃতম**–উন্মুক্ত, **আনুকূল্যেন**–সহায়ক, **কৃষ্ণানুশীলনম্**–কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সেবার মনোভাব, **ভক্তিরুত্তমা**–উৎকৃষ্ট ভক্তি।

অনুবাদ : যখন উত্তম বা উৎকৃষ্ট ভক্তির উদয় হয়, তখন সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনার নিবৃত্তি হয় এবং সেই জড় বাসনাগুলো হচ্ছে অদ্বৈতবাদ-দর্শন জনিত জ্ঞান এবং সকাম কর্ম। ভক্তের উচিত অপ্রতিহতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে চান সেভাবে তাঁর সেবা করা।

সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্ তৎ-পরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥
(ভ.র.সি ১/১/১২ ; নারদ পঞ্চরাত্র)

সর্ব-উপাধি-বিনির্মুক্তম্–সব রকম জড়-জাগতিক পদ বা বিশিষ্টতা বর্জন অথবা কৃষ্ণসেবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য আকাঙ্ক্ষা-রহিত হওয়া, **তৎ-পরত্বেন**–শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে, **নির্মলম্**–অনুমান-ভিত্তিক--গবেষণামূলক দার্শনিক তত্ত্ব বা সকাম কর্মের সংস্পর্শ বর্জিত, **হৃষীকেণ**–সমস্ত উপাধি বর্জিত শুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা, **হৃষীকেশ**–ইন্দ্রিয়ের প্রভু, **সেবনম্**– সেবা, **ভক্তি**–প্রীতিমূলক ভগবৎসেবা, **উচ্যতে**–বলা হয়।

অনুবাদ : ভক্তি বা প্রীতিমূলক ভগবৎসেবার অর্থ হলো সবকটি ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োগ। যখন জীবাত্মা পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন দুটি পার্শ্বফল লক্ষ্য করা যায়– তার একটি সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্তি এবং অন্যটি কেবল ভগবৎসেবায় যুক্ত থাকার ফলে ইন্দ্রিয়ের পরিশুদ্ধতা লাভ।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্-গ্রাহ্যম্-ইন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥
(ভ.র.সি ১/২/২৩৪ ; পদ্মপুরাণ)

অতঃ–অতএব (কারণ কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা সবই পরম স্তরে অধিষ্ঠিত), **শ্রীকৃষ্ণ-নাম-আদি**–ভগবান কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি, **ন**–না, **ভবেৎ**–হতে পরে, **গ্রাহ্যম্**–বোধগম্য হওয়া, **ইন্দ্রিয়ৈঃ**–স্থূল জড়-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, **সেবোন্মুখে**–যে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছে, তার প্রতি (যখন কোন ব্যক্তি পরমেশ্বরের আদেশের উপর

সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, তখন চিন্ময় শক্তি বা হরে ক্রমশঃ ভগবানকে তার কাছে প্রকাশিত করে), হি-নিশ্চয়ই জিহ্বাদৌ-জিহ্বা থেকে শুরু করে, স্বয়ং-ব্যক্তিগত ভবে, এব-নিশ্চয়ই, স্ফূরতি-প্রকাশ পায়, আদৌ-সেইগুলি (কৃষ্ণের নাম রূপ, গুণ ও লীলা ইত্যাদি)

অনুবাদ : যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সবই পরম স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই জড় ইন্দ্রিয়গুলো তা অনুভব করতে পারে না। যখন কোনো বদ্ধজীব কৃষ্ণভাবনায় জাগ্রত হয়ে নিজের জিহ্বার দ্বারা ভগবানের পবিত্র নাম জপ ও ভগবানের প্রসাদ আস্বাদনের মাধ্যমে ভগবৎসেবা করতে থাকে, তখন তার জিহ্বা পবিত্র হয় এবং ক্রমশঃ তার কৃষ্ণ-উপলব্ধি হতে থাকে।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হম্-উপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধ-কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তম্ বৈরাগ্যম্ উচ্যতে ॥
(ভ.র.সি ১/২/২৫৫)

অনাসক্তস্য-যার আসক্তি নেই, **বিষয়ান্**-জড় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলি, **যথা-অর্হম্**-উপযুক্ততা অনুযায়ী, **উপযুঞ্জতঃ**-নিযুক্ত করা, **নির্বন্ধঃ**-বন্ধন ব্যতিরেকে, **কৃষ্ণ-সম্বন্ধে**-কৃষ্ণ সম্পর্কিত বিষয়ে, **যুক্তম্**-যথার্থ, **বৈরাগ্যম্**-ত্যাগ, **উচ্যতে**-বলা হয়।

অনুবাদ : যিনি আসক্তি-রহিত হয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বা কৃষ্ণসেবার জন্য সবকিছু গ্রহণ করেন, তিনিই যথার্থ বৈরাগ্য অনুশীলন করেন।

অনুভাগ- ৫

(শ্রীউপদেশামৃত ও শ্রীঈশোপনিষদ)

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥
(উপদেশামৃত- ১)

বাচঃ-বাক্যের; **বেগম**-বেগ; **মনসঃ**-মনের; **ক্রোধ**-ক্রোধের; **বেগম্**-বেগ; **জিহ্বা**-জিহ্বার; **বেগম্**-বেগ; **উদর-উপস্থ**-উদর এবং জননেন্দ্রিয়; **বেগম্**-বেগ; **এতান্**-এই সব; **বেগান্**-বেগসমূহ; **যঃ**-যেই; **বিষহেত**-ধারণ করতে সমর্থ; **ধীরঃ**-শান্ত; **সর্বাম্**-সব; **অপি**-নিশ্চিত; **ইমাম্**-এই; **পৃথিবীম্**-পৃথিবী; **সঃ**-সেই ব্যক্তি; **শিষ্যাৎ**-শিষ্য করতে পারেন।

অনুবাদ : যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ—এ ষড় বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে সমর্থ।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়ুভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥
(উপদেশামৃত- ২)

অত্যাহারঃ—অধিক আহার বা সঞ্চয়; **প্রয়াসঃ**—অধিক প্রচেষ্টা; **চ**—এবং; **প্রজল্পঃ**—অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা; **নিয়ম**—শাস্ত্রের নিয়মনীতি; **আগ্রহঃ**—আগ্রহ; **জন-সঙ্গঃ**—জড়-জাগতিক বিষয়ী কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ; **চ**—এবং; **লৌল্যম**—গ্রহণ চাঞ্চল্য বা লোভ; **চ**—এবং; **ষড়ুভিঃ**—এই ছয়টি দোষ দ্বারা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **বিনশ্যতি**—বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ বা প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয়, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা, কৃষ্ণ-বিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্যকথন, পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের প্রয়াস না করে শুধু শাস্ত্রের নিয়ম অনুসরণের জন্য তা অনুশীলনের প্রচেষ্টা অথবা শাস্ত্রনির্দেশ অমান্যপূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইচ্ছানুসারে কার্য-সম্পাদন করার প্রচেষ্টা, কৃষ্ণভাবনাহীন জড়-বিষয়ী লোকের সঙ্গ, পার্থিব বিষয় লাভের বাসনায় ব্যাকুল হওয়া—

এ ছয়টি দোষের দ্বারা কোনো ব্যক্তি যখন আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ তত্তৎকর্ম-প্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়ুভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥
(উপদেশামৃত- ৩)

উৎসাহাৎ—উৎসাহের সাথে; **নিশ্চয়াৎ**—দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে; **ধৈর্যাৎ**—ধৈর্যের সঙ্গে; **তত্তৎকর্ম**—ভক্তিযোগের অনুকূলে বিভিন্ন কার্যাদি; **প্রবর্তনাৎ**—সম্পাদনপূর্বক; **সঙ্গ-ত্যাগাৎ**—অভক্তের সঙ্গ ত্যাগের দ্বারা; **সতঃ**—পূর্বতন মহান্ আচার্যবর্গের; **বৃত্তেঃ**—পদাঙ্ক অনুসরণ করে; **ষড়ুভিঃ**—এই ছয়টি দ্বারা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **প্রসিধ্যতি**—সিদ্ধি লাভ করেন।

অনুবাদ : ভক্তিযোগে যুক্ত হয়ে ভগবৎসেবা সম্পাদনের অনুকূলে ছ'টি প্রধান নিয়ম বা বিধি হলো : সেবাকার্যে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস বা সংকল্প, ধৈর্য ধারণ, নববিধা ভক্তি অনুসারে সেবাকার্য সম্পাদন, আসক্তি ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ, পূর্বতন আচার্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ। এ ছয়টি বিধি অনুসারে পারমার্থিক জীবন-যাপন করলে ভক্তিযোগে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা যাবে।

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষম্ ॥
(উপদেশামৃত-৪)

দদাতি–দান করেন; **প্রতিগৃহ্ণাতি**–বিনিময়ে গ্রহণ করেন; **গুহ্যম্**–গুহ্য বা গুপ্ত বিষয়; **আখ্যাতি**–ব্যক্ত করেন; **পৃচ্ছতি**–জিজ্ঞাসা করেন; **ভুঙক্তে**–আহার করেন; **ভোজয়তে**–আহার করান; **চ**–ও; **এব**–নিশ্চয়; **ষড়্ বিধম্**–ছয় প্রকার; **প্রীতি**–প্রীতি বা ভালোবাসা; **লক্ষণম্**–লক্ষণ।

অনুবাদ : ভগবদ্ভক্তকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক দান, তার কাছ থেকে কোনো দ্রব্য প্রতিগ্রহণ, নিজের মনের কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা এবং তার নিকট হতে ভজন বিষয়ক গুহ্য তথ্যাদি জিজ্ঞাসা, ভক্ত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্বক প্রসাদ ভোজন করানো– ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের এ ছয়টি প্রধান লক্ষণ।

শ্রীঈশোপনিষদ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
(আবাহন)

ওঁ–শব্দব্রহ্ম; **পূর্ণম্**–পরম পূর্ণ; **অদঃ**–তা; **পূর্ণম্**–পরম পূর্ণ; **ইদম্**–এই প্রপঞ্চময় জগৎ; **পূর্ণাৎ**–পরম পূর্ণ থেকে; **পূর্ণম্**–পূর্ণ; **উদচ্যতে**–উদ্ভূত হয়; **পূর্ণস্য**–পরম পূর্ণের; **পূর্ণম্**–পূর্ণরূপে; **আদায়**–গ্রহণ করা হলে; **পূর্ণম্**–কেবল পূর্ণই; **এব**–এমন কি; **অবশিষ্যতে**–অবশিষ্ট থাকেন।

অনুবাদ : পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ বলে, এ দৃশ্যমান জগতের মতো তাঁর থেকে উদ্ভূত সবকিছুই সর্বতোভাবে পূর্ণ। পরম পূর্ণ থেকে যা কিছু উদ্ভূত হয়েছে, তার সবই পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু তিনি পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে অসংখ্য অখণ্ড ও পূর্ণ সত্তা বিনির্গত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥
(ঈশো. মন্ত্র- ১)

অনুবাদ : এ বিশ্বচরাচরের সবকিছুর মালিক পরমেশ্বর ভগবান এবং সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীবন ধারণের জন্য তিনি যাকে যতটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন, তার ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত এবং সবকিছুই যে ভগবানের সম্পত্তি তা ভালোভাবে জেনে কখনোই অন্যের জিনিস গ্রহণ করা উচিত নয়।

ভক্তিবৈভব কোর্সের শ্লোকসমূহ

মডিউল ১

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

(ভাঃ ১/১/১)

ওঁ–হে ভগবান; **নমঃ**–আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**–পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবায়**–(বসুদেবের পুত্র) বাসুদেবকে, অথবা আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে; **জন্ম-আদি**–সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; **অস্য**–প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের; **যতঃ**–যাঁর থেকে; **অন্বয়াৎ**–সরাসরিভাবে; **ইতরতঃ**–ব্যতিরেকভাবে; **চ**–এবং; **অর্থেষু**–অর্থসমূহ; **অভিজ্ঞঃ**–সম্পূর্ণরূপে অবগত; **স্বরাট**–সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; **তেনে**–প্রকাশ করেছিলেন; **ব্রহ্ম**–বৈদিক জ্ঞান; **হৃদা**–হৃদয়ের বুদ্ধিবৃত্তি; **য**–যিনি; **আদিকবয়ে**–ব্রহ্মাকে; **মুহ্যন্তি**–মোহাচ্ছন্ন; **যৎ**–যার সম্বন্ধে; **সূরয়ঃ**–মহান্ ঋষিরা এবং দেবতারা; **তেজঃ**–অগ্নি; **বারি**–জল; **মৃদাং**–মাটি; **যথা**–যেভাবে; **বিনিময়ঃ**–পরস্পর মিশ্রণ; **যত্র**–যার ফলে; **ত্রিসর্গঃ**–প্রকৃতির তিনটি গুণ; **অমৃষা**–সত্যবৎ; **ধাম্না**–সমস্ত

অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সহ; **স্বেন**–স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে; **সদা**–সব সময়; **নিরস্ত**–নিবৃত্ত; **কুহকম্**–কুহক; **সত্যম্**–সত্য; **পরম্**–পরম; **ধীমহি**–আমি ধ্যান করি।

অনুবাদ : হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনিই প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের পরম কারণ। তিনিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত এবং সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেননা তাঁর অতীত আর কোনো কারণ বা তত্ত্ব নেই। তিনিই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান ঋষি এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল অথবা জলে মাটি দর্শন হয়। তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড় জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা অলীক হলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥
(ভাঃ ১/১/২)

ধর্ম–ধর্ম; প্রোজ্ঝিত–সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে; কৈতবঃ–ভুক্তিমুক্তি বাসনা যুক্ত; অত্র–এখানে; পরমঃ–সর্বোচ্চ; নির্মৎসরাণাম্–যাঁর হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়েছে; সতাম্–ভক্ত; বেদ্যম্–বোধগম্য; বাস্তবম্–বাস্তব; অত্র–এখানে; বস্তু–বস্তু; শিবদম্–পরমানন্দদায়ক; তাপ-ত্রয়–ত্রিতাপ; উন্মূলনম্–সমূলে উৎপাটিত করে; শ্রীমৎ–সুন্দর; ভাগবতে–ভাগবত পুরাণ; মহামুনি–মহামুনি (ব্যাসদেব); কৃতে–রচিত; কিম্–কি; বা–প্রয়োজন; পরৈঃ–অন্য কিছু; ঈশ্বরঃ–পরমেশ্বর ভগবান; সদ্যঃ–অবিলম্বে হৃদি–হৃদয়ে; অবরুধ্যতে–অবরুদ্ধ হয়; অত্র–এখানে; কৃতিভিঃ–সুকৃতিসম্পন্ন মানুষদের দ্বারা; শুশ্রূষুভিঃ–অনুশীলনের ফলে; তৎ-ক্ষণাৎ–অবিলম্বে।

অনুবাদ : জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এ ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত

হয়। মহামুনি বেদব্যাস উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায় এ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এ গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনো শাস্ত্রগ্রন্থের আর কী প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ও একাগ্রতা সহকারে এ ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতা ॥
(ভাঃ ১/১/১০)

প্রায়েণ–প্রায় সর্বদা; অল্প–অল্প; আয়ুষঃ–আয়ু; সভ্য–জ্ঞানবান সমাজের সদস্য; কলৌ–এই কলিযুগে; অস্মিন্–এখানে; যুগে–যুগে; জনাঃ–জনসাধারণ; মন্দাঃ–অলস; সুমন্দ-মতয়ঃ–অত্যন্ত মন্দ গতি; মন্দ-ভাগ্যাঃ–দুর্ভাগ্য হিঃ–এবং সর্বোপরি; উপদ্রুতাঃ–রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।

অনুবাদ : হে মহাজ্ঞানী, এ কলিযুগের মানুষ প্রায় সকলেই অল্পায়ু। তারা কলহপ্রিয়, অলস, মন্দগতি ও ভাগ্যহীন এবং সর্বোপরি তারা নিরন্তর রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
(ভাঃ ১/২/৪)

নারায়ণম্–পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে; নমস্কৃত্য–সশ্রদ্ধ

প্রণতি নিবেদন করি; নরম্ চ এব–এবং নারায়ণ ঋষিকে; নরোত্তমম্–সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ; দেবীম্–দেবী; সরস্বতীম্–জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে; ব্যাসম্–ব্যাসদেব; ততঃ–তারপর; জয়ম্–সংসার বিজয়ী; উদীরয়েৎ–উচ্চারণ করা।

অনুবাদ : সংসার-বিজয়ী গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চারণ করার পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নর-নারায়ণ ঋষি নামক ভগবৎ-অবতার, বিদ্যাদেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

(ভাঃ ১/২/৬)

সঃ–সেই; বৈ–অবশ্যই; পুংসাম্–মানুষের জন্য; পরঃ–শ্রেষ্ঠ; ধর্মঃ–ধর্ম; যতঃ–যার দ্বারা; ভক্তিঃ–ভগবদ্ভক্তি; অধোক্ষজে–ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত; অহৈতুকী–ফলভোগের বাসনা রহিত; অপ্রতিহতা–নিরবচ্ছি; যয়া–যার দ্বারা; আত্মা–আত্মা; সুপ্রসীদতি–সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

অনুবাদ : সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তি-বলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

(ভাঃ ১/২/৭)

বাসুদেবে–শ্রীকৃষ্ণকে; ভগবতি–পরমেশ্বর ভগবানকে; ভক্তিযোগঃ–ভক্তিযোগ; প্রয়োজিতঃ–অনুষ্ঠিত; জনয়তি–উৎপাদন করে; আশু–অচিরে; বৈরাগ্যম্–বিষয়ে বিরক্তি; জ্ঞানম্–জ্ঞান; চ–এবং; যৎ–যা; অহৈতুকম্–কোন রকম ফলের বাসনারহিত।

অনুবাদ : ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

(ভাঃ ১/২/৮)

ধর্মঃ–ধর্ম; স্বনুষ্ঠিতঃ–ব্যক্তিগত অবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত; পুংসাম্–মানুষদের; বিষ্বক্সেন–পরমেশ্বর ভগবান; কথাসু–বাণীতে; যঃ–যা; ন–না; উৎপাদয়েৎ–উৎপাদন করা; যদি–যদি; রতিম্–আসক্তিরূপ রুচি; শ্রমঃ–অনর্থক পরিশ্রম; এব–কেবল; হি–অবশ্যই; কেবলম্–সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ : স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তাহলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(ভা: ১/২/১১)

বদন্তি–তাঁরা বলেন; **তৎ**–তাকে; **তত্ত্ব-বিদঃ**–তত্ত্বজ্ঞানীরা; **তত্ত্বম্**–পরম-তত্ত্ব; **যৎ**–যা; **জ্ঞানম্**–জ্ঞান; **অদ্বয়ম্**–অদ্বিতীয়; **ব্রহ্ম ইতি**–ব্রহ্ম নামে অভিহিত; **পরমাত্মা ইতি**–পরমাত্মা নামে অভিহিত; **ভগবান্ ইতি**–ভগবান নামে অভিহিত; **শব্দ্যতে**–শব্দিত হয় অর্থাৎ কথিত হয়।

অনুবাদ : যা অদ্বয়জ্ঞান, অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান– এ ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

(ভা: ১/২/১৩)

অতঃ–অতএব; **পুম্ভিঃ**–মানুষের দ্বারা; **দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ**–হে শ্রেষ্ঠ (দ্বিজ) ব্রাহ্মণগণ; **বর্ণাশ্রম**–বর্ণাশ্রম ধর্ম; **বিভাগশঃ**–বিভাগের দ্বারা; **স্বনুষ্ঠিতস্য**–স্বধর্মের; **ধর্মস্য**–ধর্মের; **সংসিদ্ধিঃ**–চরম সিদ্ধি; **হরি**–পরমেশ্বর ভগবান; **তোষণম্**–সন্তুষ্টি-বিধান।

অনুবাদ : হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধন করাই হচ্ছে স্বধর্মের চরম ফল।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥

(ভা: ১/২/১৭)

শৃণ্বতাম–ভগবানের কথা শ্রবণে আগ্রহশীল; **স্ব-কথাঃ**–তাঁর স্বীয় কথা; **কৃষ্ণঃ**–পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পুণ্য**; **শ্রবণ**–শ্রবণ; **কীর্তনঃ**–কীর্তন; **হৃদি অন্তঃস্থঃ**–হৃদয়াভ্যন্তরে; **হি**–অবশ্যই; **অভদ্রাণি**–জড় জগতকে ভোগ করার বাসনা; **বিধুনোতি**–নাশ করে; **সু-হৃৎ**–হিতকারী; **সতাম্**–সাধুদের।

অনুবাদ : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগবাসনা বিনাশ করেন।

নষ্টপ্রায়েম্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

(ভা: ১/২/১৮)

নষ্ট–বিনাশ প্রাপ্ত হয়; **প্রায়েষু**–প্রায় সম্পূর্ণরূপে; **অভদ্রেষু**–যা কিছু অমঙ্গলজনক; **নিত্যম্**–নিয়ত; **ভগবত**–শ্রীমদ্ভাগবত, অথবা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত; **সেবয়া**–সেবার দ্বারা; **ভগবতি**–পরমেশ্বর ভগবানকে; **উত্তম**–উৎকৃষ্ট; **শ্লোকে**–বন্দনা; **ভক্তিঃ**–প্রেমময়ী সেবা; **ভবতি**–হয়; **নৈষ্ঠিকী**–সুদৃঢ়।

অনুবাদ : নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥
(ভাঃ ১/২/১৯)

তদা–সেই সময়ে; **রজঃ**–রজোগুণে; **তমঃ**–তমোগুণে; **ভাবাঃ**–স্থিতি; **কাম**–কাম এবং বাসনা; **লোভ**–লোভ; **আদয়ঃ**–ইত্যাদি; **চ**–এবং; **যে**–যা কিছু; **চেতঃ**–মন; **এতৈঃ**–এগুলির দ্বারা; **অনাবিদ্ধম্**–প্রভাবিত না হয়ে; **স্থিতম্**–স্থিত হয়ে; **সত্ত্বে**–সত্ত্বগুণে; **প্রসীদতি**–এইভাবে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ : যখন হৃদয়ে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়, তখন রজ ও তমোগুণের প্রভাবজাত কাম, ক্রোধ, লোভ আদি রিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন।

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
(ভাঃ ১/২/২০)

এবম্–এভাবে; **প্রসন্ন**–প্রসন্ন; **মনসঃ**–মনের;

ভগবদ্ভক্তি–শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা; **যোগতঃ**–প্রভাবে; **ভগবৎ**–পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **তত্ত্ব**–জ্ঞান; **বিজ্ঞানম্**–বিজ্ঞান; **মুক্ত**–মুক্ত; **সঙ্গস্য**–সঙ্গের; **জায়তে**–কার্যকরী হয়।

অনুবাদ : এভাবে শুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে যাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে, তিনি সমস্ত জড়-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥
(ভাঃ ১/৩/২৮)

এতে–এই সমস্ত; **চ**–এবং; **অংশ**–অংশ; **কলাঃ**–অংশের অংশ; **পুংসঃ**–পরম পুরুষের; **কৃষ্ণঃ**–শ্রীকৃষ্ণ; **তু**–কিন্তু; **ভগবান্**–পরমেশ্বর ভগবান; **স্বয়ম্**–স্বয়ং; **ইন্দ্র-অরি**–ইন্দ্রের শত্রুরা; **ব্যাকুলম্**–বিচলিত; **লোকম্**–সমস্ত গ্রহ; **মৃড়য়ন্তি**–রক্ষা করেন; **যুগে যুগে**–বিভিন্ন যুগে।

অনুবাদ : পূর্বোক্ত সমস্ত অবতার পরমেশ্বর ভগবানের অংশ বা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান স্বয়ং এ ধরাধামে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥
(ভাঃ ১/৩/৪৩)

কৃষ্ণে–শ্রীকৃষ্ণ; স্ব-ধাম–স্বীয় ধাম; উপগতে-ফিরে গেলে; ধর্ম–ধর্ম; জ্ঞান–জ্ঞান; আদিভিঃ–যুক্ত; সহ–সহিত; কলৌ–কলিযুগে; নষ্ট-দৃশাম–দৃষ্টিহীন মানুষদের; এষঃ–এই সমস্ত; পুরাণ-অর্কঃ–সূর্যের মতো উজ্জ্বল পুরাণ; অধুনা–এখন; উদিতঃ–উদিত হয়েছে।

অনুবাদ : শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সংবরণ করে ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানসহ নিজ ধামে গমন করেন, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এ পুরাণের উদয় হয়েছে। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগবৎ-দর্শনে অক্ষম মানুষ এ পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।

ন যদ্বশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥
(ভাঃ ১/৫/১০)

ন–না; যঃ–যা; বচঃ–শব্দকোষ; চিত্রপদম্–সুসজ্জিত; হরেঃ–পরমেশ্বর ভগবানের; যশঃ–মহিমা; জগৎ–জগৎ; পবিত্রম্–পবিত্র; প্রগৃণীত–বর্ণিত; কর্হিচিৎ–অতি অল্প; তৎ–তা; বায়সম্–কাক; তীর্থম্–তীর্থ; উশন্তি–মনে করে; মানসাঃ–সন্ত পুরুষেরা; ন–না; যত্র–যেখানে; হংসাঃ–পারমার্থিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব; নিরমন্তি–আনন্দ আস্বাদন করেছেন; উশিক্ক্ষয়াঃ–যাঁরা ভগবদ্ধামে বাস করেন।

অনুবাদ : যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষগণ কাকের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবদ্ধামে নিবাসকারী পরমহংসগণ সেখানে কোনো রকম আনন্দ অনুভব করেন না।

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো।
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধ ত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোহঙ্কিতানি যৎ
শৃন্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥
(ভাঃ ১/৫/১১)

তৎ–তা; বাক্–শব্দকোষ; বিসর্গঃ–সৃষ্টি; জনতা–জনসাধারণ; অঘ–পাপ; বিপ্লবঃ–বিপ্লব; যস্মিন্–যাতে; প্রতি-শ্লোকম্–প্রতিটি শ্লোক; অবদ্ধবতি–অনিয়মিতভাবে রচিত; অপি–সত্ত্বেও; নামানি–দিব্য নাম আদি; অনন্তস্য–অন্তহীন ভগবানের; যশঃ–মহিমা; অঙ্কিতানি–চিত্রিত; যৎ–যা; শৃণ্বন্তি–শ্রবণ করেন; গায়ন্তি–গান করেন; গৃণন্তি–গ্রহণ করেন; সাধবঃ–সৎ এবং বিশুদ্ধচেতা পুরুষ।

অনুবাদ : পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এ জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এ অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও সৎ এবং নির্মলচিত্ত সাধুগণ তা শ্রবণ, কীর্তন ও গ্রহণ করেন।

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোহথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ ॥
(ভাঃ ১/৫/১৭)

ত্যক্ত্বা–ত্যাগ করে; স্ব-ধর্মম্–স্বধর্ম; চরণ-অম্বুজম্–শ্রীপাদপদ্ম; হরেঃ–শ্রীহরির; ভজন্–ভগবানের প্রেমময়ী সেবা; অপক্কঃ–অপরিণত; অথ–এতএব; পতেত–পতিত হয়; ততঃ–সেখান থেকে; যদি–যদি; যত্র–যেখানে; ক্ক–কি রকম; বা–অথবা; অভদ্রম্–প্রতিকূল; অভূৎ–হবে; অমুষ্য–তার; কিম্–কিছুই নয়; কঃ বা অর্থঃ–কি লাভ; আপ্তঃ–প্রাপ্ত; অভজতাম্–অভক্তদের; স্ব-ধর্মতঃ–বৃত্তিগত ধর্মের যুক্ত হয়ে।

অনুবাদ : প্রেমময়ী ভগবৎসেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যিনি জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেছেন, অপক্ক অবস্থায় যদি কোনো কারণে তাঁর পতনও হয়, তবুও তাঁর বিফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি সর্বতোভাবেও নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তবুও তাতে তার কোনো লাভ হয় না।

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভুতগুণো হরিঃ ॥
(ভাঃ ১/৭/১০)

সূতঃ উবাচ–সূত গোস্বামী বললেন; আত্মারামাঃ–আত্মারাম; চ–ও; মুনয়ঃ–ঋষিরা; নির্গ্রন্থাঃ–সমস্ত বন্ধনমুক্ত; অপি–সত্ত্বেও; উরুক্রমে–মহা বিক্রমশালী ভগবান; কুর্বন্তি–করেন; অহৈতুকীম্–অহৈতুকী; ভক্তিম্–ভক্তি; ইত্থম্-ভূত–এমন অদ্ভুত; গুণঃ–গুণাবলী; হরিঃ–ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ : সমস্ত আত্মারাম, বিশেষত নিবৃত্তি মার্গে নিরত ব্যক্তিগণ সব রকমের জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী ভক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান দিব্য গুণাবলির দ্বারা বিভূষিত এবং তাই তিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, এমনকি মুক্ত পুরুষদেরও।

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥
(ভাঃ ১/৮/২৫)

বিপদঃ–সঙ্কট; সন্তু–উপস্থিত হোক; তাঃ–সমস্ত; শশ্বৎ–বারে বারে; তত্র–সেখানে; তত্র–এবং সেখানে; জগৎ-গুরো–হে জগদীশ্বর; ভবতঃ–তোমার; দর্শনম্–সাক্ষাৎকার; যৎ–যা; স্যাৎ–হয়; অপুনঃ–পুনরায় হয় না; ভব-দর্শনম্–জন্ম-মৃত্যুর দর্শন।

অনুবাদ : হে জগদীশ, আমি কামনা করি যেন সে সমস্ত

সঙ্কট বার বার উপস্থিত হয়, যাতে বার বার আমরা তোমাকে দর্শন করতে পারি। কারণ, তোমাকে দর্শন করলেই আমাদের আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না, অর্থাৎ এ সংসার চক্র দর্শন করতে হবে না।

জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যাভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥
(ভাঃ ১/৮/২৬)

জন্ম–জন্ম; ঐশ্বর্য–বৈভব; শ্রুত–উচ্চ শিক্ষা; শ্রীভিঃ–সৌন্দর্যের দ্বারা; এধমান–ক্রমবর্ধমান; মদঃ–অহঙ্কার; পুমান্–মানুষের; ন–না; এব–কখনো; অর্হতি–সমর্থ হয়; অভিধাতুম্–অনুভূতি বা ভাব সহকারে সম্বোধন করা; বৈ–অবশ্যই; ত্বাম্–তোমাকে; অকিঞ্চন-গোচরম্–যিনি জড় অভিমানশূন্য ব্যক্তিদের অনায়াসে গোচরীভূত হন।

অনুবাদ : হে পরমেশ্বর, যারা জড় আসক্তিশূন্য হয়েছেন, তুমি সহজেই তাদের গোচরীভূত হও। আর যে ব্যক্তি জড়--জাগতিক প্রগতিপন্থী এবং সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্য, উচ্চশিক্ষা, দৈহিক সৌন্দর্য সহযোগে আপন উন্নতি লাভে সচেষ্ট, সে ঐকান্তিক ভাব সহকারে তোমার কাছে আসতে পারে না।

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥
(ভাঃ ১/১৩/১০)

ভবৎ–আপনার; বিধাঃ–মতো; ভাগবতাঃ–ভগবদ্ভক্তেরা; তীর্থ–পবিত্র তীর্থস্থানাদি; ভূতাঃ–পরিণত করা; স্বয়ম্–স্বয়ং; বিভো–হে শক্তিমান; তীর্থী-কুর্বন্তি–পবিত্র তীর্থধামে পরিণত করতে পারেন; তীর্থানি–পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে; স্ব-অন্তঃ-স্থেন–নিজের অন্তরে স্থিত; গদাভৃতা–পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ : হে প্রভু, আপনার মতো মহান ভগবদ্ভক্তরাই স্বয়ং পবিত্র তীর্থ-ধামস্বরূপ। কারণ আপনারা আপনাদের হৃদয়ে অবস্থিত গদাধারী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্রতা বহন করে সমস্ত স্থানকেই তীর্থে পরিণত করে থাকেন।

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥
(ভাঃ ২/১/২)

শ্রোতব্যাদীনি–শ্রবণীয় বিষয় সমূহ; রাজেন্দ্র–হে রাজশ্রেষ্ঠ; নৃণাম্–মানব সমাজের; সন্তি–বর্তমান; সহস্রশঃ–হাজার হাজার; অপশ্যতাম্–অন্ধের; আত্মতত্ত্বম্–আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান; গৃহেষু–গৃহতে; গৃহমেধিনাম্–জড় বিষয়াসক্ত গৃহব্রতীদের।

অনুবাদ : হে রাজশ্রেষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞান আলোচনায়

উদাসীন, বিষয়াসক্ত গৃহমেধীদের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় ও স্মরণীয় বিষয় আছে।

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥
(ভাঃ ২/১/৩)

নিদ্রয়া–নিদ্রামগ্ন হয়ে; **হ্রিয়তে**–অপব্যয় করে; **নক্তম্**–রাত্রি; **ব্যবায়েন**–রতিক্রিয়া; **চ**–ও; **বা**–অথবা; **বয়ঃ**–আয়ু; **দিবা**–দিন; **ছ**–এবং; **অর্থে**–অর্থনৈতিক; **হয়া**–উন্নতি সাধনের জন্য; **রাজন্**–হে রাজন্; **কুটুম্ব**–আত্মীয়স্বজন; **ভরণেন**–প্রতিপলনে; **বা**–অথবা।

অনুবাদ : এই প্রকার মাৎসর্যপরায়ণ গৃহমেধীরা নিদ্রামগ্ন হয়ে অথবা রতিক্রিয়ায় রাত্রি অতিবাহিত করে, এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় দিবাভাগের অধিকাংশ সময় অপচয় করে।

দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥
(ভাঃ ২/১/৪)

দেহ–শরীর; **অপত্য**–পুত্র-কন্যা; **কলত্র**–পত্নী; **আদিষু**–এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু; **আত্ম**–নিজের; **সৈন্যেষু**–সৈন্যরা; **অসৎসু**–অনিত্য বা মরনশীল; **অপি**–সত্ত্বেও; **তেষাম্**–তাদের; **প্রমত্তঃ**–অত্যন্ত আসক্ত; **নিধনম্**–বিনাশ; **পশ্যন্**–অভিজ্ঞতাসম্পন্ন; **অপি**–সত্ত্বেও; **ন**–করে না; **পশ্যতি**–দর্শন করে।

অনুবাদ : আত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা দেহ, পুত্র, পত্নী আদি অনিত্য সৈন্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে জীবনের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টা করে না। এ সমস্ত বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ দর্শন করে না।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥
(ভাঃ ২/৩/১০)

অকামঃ–যিনি সব রকম জড় বাসনার অতীত; **সর্বকামঃ**–যিনি সব রকম জড় কামনাযুক্ত; **বা**–অথবা; **মোক্ষকামঃ**–মুক্তিকামী; **উদারধীঃ**–বিশাল বুদ্ধিসম্পন্ন; **তীব্রেণ**–তীব্র; **ভক্তিযোগেন**–ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **যজেত**–আরাধনা করা উচিত; **পুরুষম্ পরম্**–পরম পুরুষ ভগবানকে।

অনুবাদ : যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি জড় কামনা-বাসনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তিনি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করাকেই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করেন।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্তয়া ॥
(ভাঃ ২/৩/১৭)

আয়ুঃ–আয়ু; হরতি–হরণ করে; বৈ–অবশ্যই; পুংসাম্–মানুষদের; উদ্যন্–উদিত হয়ে; অস্তম্–অস্তগত হয়ে; চ–ও; যন্–ভ্রমণ করে; অসৌ–সূর্য; তস্য–যিনি ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন; ঋতে–বিনা; যৎ–যাঁর দ্বারা; ক্ষণঃ–সময়; নীত–ব্যবহৃত; উত্তমশ্লোক–সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবান; বার্তয়া–বার্তায়।

অনুবাদ : সূর্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তগত হয়ে সকলের আয়ু হরণ করেন, কিন্তু যাঁরা সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচনা করে তাঁদের সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, কেবল তাঁদের আয়ুই তিনি হরণ করেন না।

শ্ববিড়বরাহোষ্ট্রখরৈঃ
সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ
ন যৎ কর্ণপথোপেতো
জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥
(ভাঃ ২/৩/১৯)

শ্ব–কুকুর; বিড়ু বরাহ–বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্য শূকর; উষ্ট্র–উট; খরৈঃ–গর্দভদের দ্বারা; সংস্তুতঃ–পূর্ণরূপে প্রশংসিত; পুরুষ–ব্যক্তি; পশুঃ–পশু; ন–কখনো না; যৎ–যার;

কর্ণ–কান; পথ–পথ; উপেত–আগত; জাতু–কোন সময়; নাম–দিব্য নাম; গদাগ্রজঃ–সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ : কুকুর, শূকর, উট ও গর্দভের মতো মানুষেরা তাদেরই প্রশংসা করে, যারা সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ কখনো শ্রবণ করে না।

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥
(ভাঃ ২/৪/১৮)

কিরাত–প্রাচীন ভারতে একটি অঞ্চল; হূণ–জার্মানি এবং রাশিয়ার একটি অংশ; আন্ধ্র–দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল; পুলিন্দ–গ্রীক; পুল্কশা–আর একটি অঞ্চল; আভী–প্রাচীন সিন্ধুপ্রদেশের একটি অংশ; শুম্ভাঃ–আর একটি অঞ্চল; যবনাঃ–তুর্কী; খসাদয়ঃ–মঙ্গোলিয়ার একটি অঞ্চল; যে–তারাও; অন্যে–অন্যরা; চ–ও; পাপা–পাপ কর্মে আসক্ত; যৎ–যাঁর; অপাশ্রয়-আশ্রয়া–ভক্তের শরণ গ্রহণ করে; শুধ্যন্তি–তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়; তস্মৈ–তাঁকে; প্রভবিষ্ণবে–শক্তিমান শ্রীবিষ্ণুকে; নমঃ–আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ : কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খসসহ অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের শরণ গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
(ভাঃ ২/১০/১)

শ্রীশুকঃ উবাচ–শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; অত্র–এই শ্রীমদ্ভাগবতে; সর্গঃ–ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির বর্ণনা; বিসর্গঃ–উপসৃষ্টির বর্ণনা; চ–ও; স্থানম্–লোকসমূহের স্থিতি; পোষণম্–পালন; উতয়ঃ–কর্মবাসনা; মন্বন্তর–মনুগণের পরিবর্তন; ঈশানুকথাঃ–ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান; নিরোধঃ–ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া; মুক্তিঃ–মুক্তি; আশ্রয়ঃ–আধার।

অনুবাদ : শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন– এ শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, উপসৃষ্টি, লোকসমূহের স্থিতি, ভগবান কর্তৃক পালন, কর্মবাসনা, মন্বন্তর, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং আশ্রয়– এ দশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চার তেষাং
সঙ্ক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥
(ভাঃ ৩/১৫/৪৩)

তস্য–তাঁর; অরবিন্দ-নয়নস্য–পদ্ম-পলাশলোচন ভগবানের; পদ-অরবিন্দ–শ্রীপাদপদ্মের; কিঞ্জল্ক–চরণের অঙ্গুলি; মিশ্র–মিশ্র–মিশ্রিত; তুলসী–তুলসীপত্র; মকরন্দ–সুবাস; বায়ুঃ–পবন; অন্তঃ-গতঃ–অন্তরে প্রবিষ্ট; স্ব-বিবরেণ–তাদের নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে; চকার–করেছিল; তেষাম্–কুমারদের; সঙ্ক্ষোভম্–পরিবর্তনের জন্য ক্ষোভ; অক্ষর-জুষাম্–নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি আসক্তি; অপি–যদিও; চিত্ত-তন্বোঃ–মন ও শরীর উভয়েই।

অনুবাদ : ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলি থেকে তুলসীপত্রের সৌরভ যখন বায়ুবাহিত হয়ে সেই ঋষিদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল, নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা তখন তাঁদের দেহ এবং মনে এক পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥
(ভাঃ ৩/২৫/২১)

তিতিক্ষবঃ–সহনশীল; কারুণিকাঃ–দয়ালু; সুহৃদঃ–বন্ধুত্বপূর্ণ; সর্ব-দেহিনাম্–সমস্ত জীবের; অজাত-শত্রবঃ–কারও প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন নন; শান্তাঃ–শান্ত; সাধবঃ–শাস্ত্রের অনুবর্তী; সাধু-ভূষণাঃ–সদ্ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত।

অনুবাদ : সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। তাঁর কোনো শত্রু নেই, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, এবং তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত।

ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥
(ভা: ৩/২৫/২২)

ময়ি–আমার প্রতি; অনন্যেন-ভাবেন–অবিচলিত চিত্তে; ভক্তিম্–ভক্তি; কুর্বন্তি–অনুষ্ঠান করে; যে–যাঁরা; দৃঢ়ম্–একনিষ্ঠ; মৎ-কৃতে–আমার জন্য; ত্যক্ত–পরিত্যাগ করে; কর্মাণঃ–কার্যকলাপ; ত্যক্ত–ত্যাগ করে; স্ব-জন–আত্মীয়-স্বজন; বান্ধবাঃ–বন্ধু-বান্ধব।

অনুবাদ : এ প্রকার সাধুগণ একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে অবিচলভাবে ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের জন্য তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করেন।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥
(ভা: ৩/২৫/২৫)

সতাম্–শুদ্ধ ভক্তদের; প্রসঙ্গাৎ–সঙ্গ প্রভাবে; মম–আমার; বীর্য–অদ্ভুত কার্যকলাপ; সংবিদঃ–আলোচনার ফলে; ভবন্তি–হয়; হৃৎ–হৃদয়ের; কর্ণ–কানের; রস-অয়নাঃ–আনন্দদায়ক; কথাঃ–কাহিনী; তৎ–তার; জোষণাৎ–অনুশীলনের দ্বারা; আশু–শীঘ্রই; অপবর্গ–মুক্তির; বর্ত্মনি–মার্গে; শ্রদ্ধা–দৃঢ় বিশ্বাস; রতিঃ–আকর্ষণ; ভক্তিঃ–ভক্তি; অনুক্রমিষ্যতি–ক্রমশ প্রকাশিত হবে।

অনুবাদ : শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপের আলোচনা হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি সম্পাদন করে এবং সন্তুষ্টি বিধান করে। এ প্রকার জ্ঞানের আলোচনার ফলে, ধীরে ধীরে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এভাবে মুক্ত হওয়ার পর, যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
(ভা: ৩/২৯/১৩)

সালোক্য–ভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস; সার্ষ্টি–ভগবানের সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া; সামীপ্য–ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ; সারূপ্য–ভগবানের মতো শারীরিক রূপ প্রাপ্ত হওয়া; একত্বম্–সাযুজ্য; অপি–ও; উত–এমনকি; দীয়মানম্–দেওয়া হলেও; ন–না; গৃহ্ণন্তি–গ্রহণ করেন; বিনা–ব্যতীত; মৎ–আমার; সেবনম্–ভক্তি; জনাঃ–শুদ্ধ ভক্তগণ।

অনুবাদ : শুদ্ধ ভক্ত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য বা একত্ব– এ সমস্ত মুক্তির কোনোটিই গ্রহণ করেন না, এমনকি ভগবান তা তাঁদের দান করলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না।

কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥
(ভা: ৩/৩১/১)

শ্রীভগবান্ উবাচ– পরমেশ্বর ভগবান বললেন; কর্মণা–কর্মফলের দ্বারা; দৈব-নেত্রেণ–ভগবানের অধ্যক্ষতায়; জন্তুঃ–জীব; দেহ–শরীর; উপপত্তয়ে–প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; স্ত্রিয়াঃ–স্ত্রীর; প্রবিষ্টঃ–প্রবেশ করে; উদরম্–জঠরে; পুংসঃ–পুরুষের; রেতঃ–বীর্যের; কণ–ক্ষুদ্র [illegible]ঃ–আশ্রয় করে।

অনুবাদ : ভগবান বললেন– পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় জীবাত্মা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে, বিশেষ প্রকার শরীর ধারণের জন্য, পুরুষের রেতকণা আশ্রয় করে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে।

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥
(ভা: ৩/৩৩/৬)

যৎ–যাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের); নামধেয়–নাম; শ্রবণ–শ্রবণ; অনুকীর্তনাৎ–কীর্তনের দ্বারা; যৎ–যাঁকে; প্রহ্বণাৎ–প্রণতি নিবেদনের দ্বারা; যৎ–যাঁকে; স্মরণাৎ–স্মরণ করে; অপি–ও; ক্বচিৎ–কখনও; শ্ব-অদঃ–কুকুরভোজী; অপি–ও; সদ্যঃ–তৎক্ষণাৎ; সবনায়–বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য; কল্পতে–যোগ্য হন; কুতঃ–কি আর বলার আছে; পুনঃ–পুনরায়; তে–আপনি; ভগবান্–হে পরমেশ্বর ভগবান; নু–তখন; দর্শনাৎ–প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা।

অনুবাদ : কুকুরভোজী পরিবারে যার জন্ম হয়েছে, সেও যদি একবার পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করে, তাঁর লীলা শ্রবণ করে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে অথবা তাঁকে স্মরণ করে, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের যোগ্য হয়, অতএব যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে কীইবা বলার আছে।

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥
(ভাঃ ৩/৩৩/৭)

অহো বত–আহা, কত ধন্য; শ্ব-পচঃ–কুকুরভোজী; অতঃ–অতএব; গরীয়ান্–পূজ্য; যৎ–যাঁর; জিহ্বা-অগ্রে–জিহ্বার অগ্রভাগে; বর্ততে–বিরাজ করে; নাম–পবিত্র নাম; তুভ্যম্–আপনাকে; তেপুঃ তপঃ–অভ্যাসকৃত তপস্যা; তে–তাঁরা; জুহুবুঃ–অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন; সস্নুঃ–পবিত্র নদীতে স্নান করেছেন; আর্যাঃ–আর্য; ব্রহ্ম-অনূচুঃ–বেদসমূহ পাঠ করেছেন; নাম–পবিত্র নাম; গৃণন্তি–গ্রহণ করেন; যে–যাঁরা; তে–আপনার।

অনুবাদ : আহা! যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা কত ধন্য! কুকুরভোজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তারা পূজ্য। যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সর্ব প্রকার তপস্যা এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন এবং তাঁরা আর্যদের সমস্ত সদাচার অর্জন করেছেন। আপনার পবিত্র নাম গ্রহণ করার জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই সমস্ত পবিত্র তীর্থে স্নান করেছেন, বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং সমস্ত আবশ্যকতা পূর্ণ করেছেন।

ভক্তিবৈভব কোর্স শ্লোকাবলি

মডিউল ২

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥
(ভা. ৪/৩/২৩)

সত্ত্বম্–চেতনা; বিশুদ্ধম্–শুদ্ধ; বসুদেব–বসুদেব; শব্দিতম্–বলা হয়; যৎ–যেহেতু; ঈয়তে–প্রকাশিত হয়; তত্র–সেখানে; পুমান্–পরমেশ্বর ভগবান; অপাবৃতঃ–অনাবৃত; সত্ত্বে–চেতনায়; চ–এবং; তস্মিন্–তাতে; ভগবান্–পরমেশ্বর ভগবান; বাসুদেবঃ–বাসুদেব; হি–কারণ; অধোক্ষজঃ–চিন্ময়; মে–আমার দ্বারা; নমসা–প্রণতি সহকারে; বিধীয়তে–পূজিত।

অনুবাদ : আমি সর্বদা শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়ে ভগবান বাসুদেবকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। কৃষ্ণচেতনাই হচ্ছে শুদ্ধ চেতনা, যাতে বাসুদেব নামে অভিহিত পরমেশ্বর ভগবান আবরণশূন্য হয়ে প্রকাশিত হন।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োহপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥
(ভা. ৪/২২/৩৯)

যৎ–যাঁর; পাদ–চরণ; পঙ্কজ–পদ্ম; পলাশ–পাপড়ি অথবা অঙ্গলি; বিলাস–ভোগ; ভক্ত্যা–ভক্তির দ্বারা; কর্ম–সকাম কর্ম; আশয়ম্–বাসনা; গ্রথিতম্–গ্রন্থি; উদ্গ্রয়ন্তি–সমূলে উৎপটিত করে; সন্তঃ–ভক্তগণ; তৎ–তা; বৎ–সদৃশ; ন–কখনই না; রিক্ত-মতয়ঃ–ভগবদ্ভক্তি-বিহীন ব্যক্তিগণ; যতয়ঃ–অধিক থেকে অধিকতর প্রচেষ্টার দ্বারা; অপি–যদিও; রুদ্ধ–বন্ধ করেছে; স্রোতঃগণাঃ– ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের তরঙ্গ তম্–তাঁকে; অরণম্–শরণ গ্রহণের যোগ্য; ভঙ্গ– প্রেমপূর্বক সেবা করেন; বাসুদেবম্–বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে।

অনুবাদ : যে সমস্ত ভক্তরা নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠির সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা অনায়াসে সকাম কর্মের বাসনারূপ গ্রন্থির বন্ধন থেকে মুক্ত হন। যেহেতু তা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই জ্ঞানী ও যোগী আদি অভক্তরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বৃত্তি রোধ করার কঠোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও সফল হতে পারে না। তাই আপনার প্রতি উপদেশ– বসুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হোন।

গৃহেষ্বাবিশতাং চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্।
মদ্বার্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥
(ভা. ৪/৩০/১৯)

গৃহেষু–গৃহস্থ-জীবনে, অবিশতাম্–যে প্রবেশ করেছে; চ–ও; অপি–ও; পুংসাম্–মানুষের; কুশলকর্মণাম্–শুভ কর্মে যুক্ত; মৎবার্তা–আমার বিষয়ে; যাত–যাপন করে; যামানাম্–প্রতিক্ষণ; ন–না; বন্ধায়–বন্ধনের জন্য; গৃহাঃ–গৃহস্থ জীবন; মতাঃ–বিবেচনা করা হয়।

অনুবাদ : যাঁরা ভগবদ্ভক্তিরূপ শুভকর্মে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, সমস্ত কর্মের পরম ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান। তাই তাঁরা যখনই কোনো কার্য করেন, তার ফল ভগবানকে অর্পণ করেন। সমস্ত জীবন তাঁরা ভগবানের কথা আলোচনা করে অতিবাহিত করেন। এ ধরনের ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে থাকলেও, গৃহ তাঁর বন্ধনের কারণ হয় না।

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নির্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন ॥
(ভা. ৪/৩০/৩৫)

যত্র–যেখানে; ঈভ্যন্তে–পূজা করা হয় অথবা আলোচনা করা হয়; কথাঃ–কথা; মৃষ্টাঃ–শুদ্ধ; তৃষ্ণায়ঃ–জড় আকাঙ্ক্ষার;

প্রশমঃ–সন্তুষ্টি; যতঃ–যার দ্বারা; নির্বৈরম্–নির্মৎসরতা; যত্র–যেখানে; ভূতেষু–জীবদের মধ্যে; ন–না; উদ্বেগঃ–উৎকণ্ঠা; যত্র–যেখানে; কচন–কোন।

অনুবাদ : চিৎ-জগতের বিশুদ্ধ কথা আলোচনা যখনই হোক না কেন, তখনই শ্রোতামণ্ডলী অন্তত তখনকার মতো সমস্ত জড় আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে যান। কেবল তাই নয়, তাঁদের মধ্যে তখন আর পারস্পরিক বৈরীভাব এবং কোনো রকম উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা থাকে না।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥
(ভা. ৪/৩১/১৪)

যথা–যেমন; তরোঃ–বৃক্ষের; মূল–মূল; নিষেচনেন–জল সিঞ্চনের দ্বারা; তৃপ্যন্তি–তৃপ্ত হয়; তৎ–তার; স্কন্দ–কাণ্ড; ভূজ–শাখা; উপশাখাঃ–উপশাখা; প্রাণ–প্রাণবায়ু; উপহারাৎ–আহার্যদ্রব্য প্রদানের দ্বারা; চ–এবং; যথা–যেমন; ইন্দ্রিয়াণাম্–ইন্দ্রিয়সমূহের; তথা এব– তেমনই; সর্ব–সমস্ত দেবতাদের; অর্হণম্–পূজা; অচ্যুত–পরমেশ্বর ভগবানের; ইজ্যা–পূজা।

অনুবাদ : ঠিক যেমন বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সবই সঞ্জীবিত হয়, এবং উদরে আহার্য প্রদান করলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, তেমনি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানের বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই পরিতৃপ্ত হয়।

ঋষভ উবাচ
নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥
(ভা. ৫/৫/১)

ঋষভঃ উবাচ–ভগবান ঋষভদেব বললেন; ন–না; অয়ম্–এই; দেহঃ–দেহ; দেহ-ভাজাম্–সমস্ত দেহধারী জীবের; নৃ-লোকে–এই জগতে; কষ্টান্–কষ্টকর; কামান্–ইন্দ্রিয়সুক; অর্হতে–যোগ্য হয়; বিট-ভূজাম্–বিষ্ঠাভোজী; যে–যা; তপঃ–তপস্যা; দিব্যম্–দিব্য; পুত্রকাঃ–হে পুত্রগণ; যেন–যার দ্বারা; সত্ত্বম্–হৃদয়; শুদ্ধ্যোৎ–নির্মল হয়; যশ্মাৎ–যা থেকে; ব্রহ্ম-সৌখ্যাম–চিন্ময় আনন্দ; তু–নিশ্চিতভাবে; অনন্তম্–অন্তহীন।

অনুবাদ : ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের বললেন– হে পুত্রগণ, এ জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এ নরদেহ লাভ করে কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শূকরদেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবৎ সেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয়, এবং হৃদয় নির্মল হলে জড়সুখের অতীত অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়।

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥
(ভা. ৫/৫/২)

মহৎ-সেবাম্–মহাত্মাদের সেবা; **দ্বারম্**–দ্বার; **আহুঃ**–বলা হয়; **বিমুকক্তেঃ**–মুক্তির; **তমঃদ্বারম্**–নরকের দ্বারঃ **যোষিতাম্**–স্ত্রীদের: **সঙ্গি**–সঙ্গীর; **সঙ্গম্**–সঙ্গ; **মহান্তঃ**–মহাত্মা; **তে**–তাঁরা; **সম-চিত্তাঃ**–যিনি প্রতিটি জীবকে তাঁর চিন্ময় স্বরূপে দর্শন করেন; **প্রশান্তাঃ**–অত্যন্ত শান্ত; ব্রহ্ম অথবা ভগবানে স্থিত; **বিমন্যবঃ**–ক্রোধশূন্য (যারা বিদ্বেষভাবাপন্ন তাদের প্রতিও ক্রুদ্ধ না হয়ে, কৃষ্ণভক্তি বিতরণ করা কর্তব্য); **সুহৃদঃ**–সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী; **সাধবঃ** দোষ–ত্রুটিহীন ভক্ত; **যে**–যাঁরা।

অনুবাদ : পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম-উপাসক এবং ভগবৎ-উপাসক ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ভগবানের পার্ষদত্ব লাভরূপ দ্বিবিধ মুক্তিরই উপায় হচ্ছে মহাত্মাগণের সেবা করা। পক্ষান্তরে স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। যাঁরা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাপরায়ণ, ক্রোধহীন এবং সমস্ত জীবের হিতসাধনে রত, এবং যাঁরা কখনো অন্যায় আচরণ করেন না, তাঁরাই মহাত্মা নামে পরিচিত।

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোহয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥
(ভা. ৫/৫/৪)

নূনম্–নিশ্চিতরূপে; **প্রমত্তঃ**–উন্মত্ত; **কুরুতে**–করে; **বিকর্ম**–পাপকর্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম; **যৎ**–যখন; **ইন্দ্রিয়-প্রীতয়ে**–ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য; **আপৃণোতি**–প্রবৃত্ত হয়; **ন**–না; **সাধু**–উপযুক্ত; **মন্যে**–আমি মনে করি; **যতঃ**–যার দ্বারা; **আত্মনঃ**–আত্মার; **অয়ম্**–এই; **অসন্**–ক্ষণস্থায়ী; **অপি**–সত্ত্বেও; **ক্লেশ দঃ**–কষ্টদায়ক; **আস**–সম্ভব হয়; **দেহঃ**–দেহ।

অনুবাদ : জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মতো আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে, তার পূর্বকৃত

পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে, সে জড় দেহ লাভ করে। তাই আমি মনে করি যে, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়।

পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥
(ভা. ৫/৫/৫)

পরাভবঃ–পরাস্ত, দুঃখকষ্ট; তাবৎ–তখন পর্যন্ত; অবোধ-জাতঃ–অজ্ঞানতা-জনিত; যাবৎ–যতক্ষণ পর্যন্ত; ন–না; জিজ্ঞাসতে–জিজ্ঞাসা কর; আত্ম-তত্ত্বম্–আত্মতত্ত্ব; যাবৎ–যতক্ষণ; ক্রিয়াঃ–সকাম কর্ম; তাবৎ–ততক্ষণ; ইদম্–এই; মনঃ–মন; বৈ–বাস্তবিকপক্ষে; কর্ম-আত্মকম্–জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন থাকে; যেন–যার দ্বারা; শরীর-বন্ধঃ–এই জড় দেহের বন্ধন।

অনুবাদ : জীব যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে অভিলাষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরাস্ত হয়ে অবিদ্যাজনিত ক্লেশ ভোগ করে। পাপ অথবা পুণ্য উভয় প্রকার কর্মই কর্মফল উৎপন্ন করে। যেকোনো

প্রকার কর্মে রুচি থাকলেই মন কর্মাত্মক হয়, অর্থাৎ সকাম কর্মের বাসনায় আসক্ত হয়। মন যতক্ষণ কলুষিত থাকে, ততক্ষণ চেতনা আচ্ছাদিত থাকে এবং তার ফলে জীব সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাকে একের পর এক জড় দেহ ধারণ করতে হয়।

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোহয়মহং মমেতি ॥
(ভা. ৫/৫/৮)

পুংসঃ–পুরুষের; স্ত্রিয়া–স্ত্রীর; মিথুনী-ভাবম্–মৈথুন আকর্ষণ; এতম্–এই; তয়োঃ–তাদের উভয়ের; মিথ ঃ–পরস্পরের; হৃদয়-গ্রন্থিম্–হৃদয়গ্রন্থি; আহুঃ–বলা হয়; অতঃ–তারপর; গৃহ–গৃহের দ্বারা; ক্ষেত্র–ক্ষেত্র; সুত–সন্তান; আপ্ত–আত্মীয়স্বজন; বিত্তৈঃ–(এবং) সম্পদের দ্বারা; জনস্য–জীবের; মোহঃ–মোহ; অয়ম্–এই; অহম্–আমি; মম–আমার; ইতি–এইভাবে।

অনুবাদ : স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এ ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদাদিতে "আমি এবং আমার" বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥
(ভা. ৫/৫/১৮)

গুরুঃ—গুরুদেব; ন—না; সঃ—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; স্ব-জনঃ—আত্মীয়; ন—না; সঃ—তাঁর; স্যাৎ—হওয়া উচিত; পিতা—পিতা; ন—না; সঃ—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; জননী—মাতা; ন—না; সা—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; দৈবম্—আরাধ্য দেবতা; ন—না; তৎ—তা; স্যাৎ—হওয়া উচিত; ন—না; পতিঃ—পতি; চ—ও; সঃ—তিনি; স্যাৎ হওয়া উচিত; ন—না; মোচবয়েৎ—উদ্ধার করতে পারেন; যঃ—যিনি; সমুপেত-মৃত্যুম্—সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে।

অনুবাদ : যিনি তাঁর আশ্রিতজনকে সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসারমার্গ থেকে উদ্ধার করতে পারেন না, তাঁর গুরু, পিতা, পতি, জননী বা পূজ্য দেবতা হওয়া উচিত নয়।

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥
(ভা. ৫/১২/১২)

রহূহণ—হে রাজা রহূগণ; এতৎ—এই জ্ঞান; তপসা—কঠোর তপস্যার দ্বারা; নযাতি—প্রকাশিত হয় না; ন—না; চ—ও;

ইজ্যয়া—শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মহৎ আয়োজনের দ্বারা; নির্বপণাৎ—অথবা সমস্ত জাগতিক কর্তব্য সমাপন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার দ্বারা; গৃহাৎ—আদর্শ গৃহস্থ-জীবন থেকে; বা—অথবা; ন—না; ছন্দসা—ব্রহ্মচর্য পালন অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; নৈব—না; জলাগ্নি-সূর্যৈঃ—জল, জ্বলন্ত অগ্নি অথবা প্রচণ্ড সূর্যকিরণে অবস্থানরূপ কঠোর তপস্যার দ্বারা; বিনা—রহিত; মহৎ—মহান ভক্তের; পাদ-রজঃ—শ্রীপাদ-পদ্মের ধুলি; অভিষেকম্—অভিষেক।

অনুবাদ : হে মহারাজ রহূগণ, মহাভাগবতের চরণরেণুর দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনোই পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা, গার্হস্থ্য-জীবনের বিধিবিধান কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করার দ্বারা, বানপ্রস্থ-আশ্রমে গৃহত্যাগ করার দ্বারা, সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের দ্বারা বা শীতকালে জলমগ্ন অথবা গ্রীষ্মকালে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে কিংবা প্রখর সূর্যকিরণে অবস্থান করে তপস্যা করার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার অন্য পন্থা থাকলেও, মহাভাগবতের কৃপার প্রভাবেই কেবল পরম সত্য প্রকাশিত হয়।

যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্ ॥
(ভা. ৫/১৮/১১)

যৎ–যাঁর (ভগবদ্ভক্তের); সঙ্গ-লব্ধাম্–সঙ্গ প্রভাবে প্রাপ্ত; নিজ-বীর্য-বৈভবম্–যার প্রভাব অসামান্য; তীর্থম্–গঙ্গা আদি পবিত্র তীর্থস্থান; মুহুঃ–বারংবার; সংস্পৃশতাম্–স্পর্শকারী ব্যক্তির; হি–নিশ্চিতভাবে; মানসম্–মনের কলুষ; হরতি–বিনাশ করেন; অজঃ–আজ; অন্তঃ–হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; শ্রুতিভিঃ–কর্ণের দ্বারা; গতঃ–প্রবিষ্ট; অঙ্গজম্–দেহের মল বা রোগ; কঃ–কে; বৈ–বস্তুতপক্ষে; ন–না; সেবেত–সেবা করবে; মুকুন্দ-বিক্রমম্–ভগবান মুকুন্দের মহিমান্বিত কার্যকলাপ।

অনুবাদ : যাঁদের কাছে ভগবান মুকুন্দই সবকিছু, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের কথা শোনা যায় এবং বোঝা যায়। মুকুন্দের কার্যকলাপ এমনই বীর্যবতী যে, তা কেবল শ্রবণ করার ফলেই তৎক্ষণাৎ ভগবানের সঙ্গ করা যায়। যে ব্যক্তি নিরন্তর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন, শব্দরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে অন্তরের সমস্ত মল দূর করেন। গঙ্গাস্নানের ফলে যদিও দেহের মল এবং রোগ দূর হয়, কিন্তু সেটি সম্ভব হয় দীর্ঘকাল ধরে বারবার তা সেবন করার ফলে। তাই জীবনকে সার্থক করার জন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করবেন না?

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥
(ভা. ৫/১৮/১২)

যস্য–যাঁর; অস্তি–রয়েছে; ভক্তিঃ–ভক্তি; ভগবতি–পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; অকিঞ্চনা–নিষ্কাম; সর্বৈঃ–সমস্ত; গুণৈঃ–সদ্‌গুণের দ্বারা; তত্র–সেখানে (সেই ব্যক্তিতে); সমাসতে–সম্যক্‌রূপে বিরাজ করে; সুরাঃ–সমস্ত দেবতারা; হরৌ–ভগবানের; অভক্তস্য–যে ভক্ত নয়; কুতঃ–কোথায়; মহৎ-গুণাঃ–সদ্‌গুণাবলী; মনোরথেন–মনোধর্মের দ্বারা; অসতি–অনিত্য জড় জগতে; ধাবতঃ–ধাবমান; বহিঃ–বাহ্য বিষয়ে।

অনুবাদ : যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য আদি সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোনো সদ্‌গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্‌ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়?

ক্বচিন্নিবর্ততেহভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোহপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥
(ভা. ৬/১/১০)

ক্বচিৎ–কখনও কখনও; **নিবর্ততে**–নিবৃত্ত হয়; **অভদ্রাৎ**–পাপকর্ম থেকে; **ক্বচিৎ**–কখনও; **চরতি**–আচরণ করে; **তৎ**–তা (পাপকর্ম); **পুনঃ**–পুনরায়; **প্রায়শ্চিত্তম্**–প্রায়শ্চিত্তের পন্থা; **অথো**–অতএব; **অপার্থম্**–নিরর্থক; **মন্যে**–আমি মনে করি; **কুঞ্জর-শৌচবৎ**–হস্তীস্নানের মতো।

অনুবাদ : পাপকর্ম না করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তিও কখনো কখনো পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাই আমি এ প্রায়শ্চিত্তের পন্থাকে হস্তীস্নানের মতো নিরর্থক বলে মনে করি। কারণ হস্তী স্নান করার পর ডাঙ্গায় উঠে এসেই আবার তার মাথা ও গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করে।

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা ॥
(ভা. ৬/১/১৩)

তপসা–তপস্যা বা স্বেচ্ছায় জড়সুখ ত্যাগ করার দ্বারা; **ব্রহ্মচর্যেণ**–ব্রহ্মচর্যের দ্বারা; **শমেন**–মনঃসংযমের দ্বারা; **চ**–ও; **চ**–এবং; **দমেন**–পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; **ত্যাগেন**–সদুদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় দান করার দ্বারা; **সত্য**–সত্যের

দ্বারা; **শৌচাভ্যাম্**–বিধি-বিধান পালনের দ্বারা অন্তরে এবং বাইরে নিজেকে পরিষ্কার রাখার দ্বারা; **যমেন**–অহিংসার দ্বারা; **নিয়মেন**–নিয়মিতভাবে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের দ্বারা; **বা**–এবং।

অনুবাদ : মনকে একাগ্র করার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন অবশ্য কর্তব্য এবং কখনো সে স্তর থেকে পতিত হওয়া উচিত নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করে তপশ্চর্যা করা উচিত। মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করা উচিত। দান করা উচিত, সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত, শুচি এবং অহিংস হওয়া উচিত, শাস্ত্রবিধি-নিষেধ পালন করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে ভগবানের দিব্যনাম জপ করা উচিত।

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥
(ভা. ৬/১/১৫)

কেচিৎ–কোনো কোনো মানুষ; **কেবলয়া ভক্ত্যা**–অহৈতুকী ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা; **বাসুদেব**–সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পরায়ণ**–(তপশ্চর্যা, জ্ঞানের প্রয়াস অথবা সকাম কর্মের প্রচেষ্টা ইত্যাদির উপর নির্ভর না করে কেবল ভগবদ্ভক্তিতেই) সম্পূর্ণরূপে আসক্ত; **অঘম্**–সর্বপ্রকার পাপকর্ম; **ধুন্বন্তি**–বিনষ্ট করে; **কার্ৎস্নেন**–সম্পূর্ণরূপে (পাপ বাসনার পুনরুদ্গমের সম্ভাবনা রহিত হয়ে); **নীহারম্**–কুয়াশা; **ইব**–সদৃশ; **ভাস্করঃ**–সূর্য।

অনুবাদ : যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই কেবল পাপকর্মরূপ আগাছাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন এবং সে আগাছাগুলোর পুনরুদ্গমের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণের দ্বারা অচিরেই কুয়াশা দূর করে দেয়।

যমদূতা ঊচুঃ
বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম ॥
(ভা. ৬/১/৪০)

যমদূতাঃ ঊচুঃ–যমদূতেরা বলল; **বেদ**–সাম, যজু, ঋক্ এবং অথর্ব–এই চতুর্বেদের দ্বারা; **প্রণিহিতঃ**–নির্ধারিত; **ধর্মঃ**–ধর্ম; **হি**–বস্তুতপক্ষে; **অধর্মঃ**–অধর্ম; **তৎ-বিপর্যয়ঃ**–তার বিপরীত (যা বৈদিক অনুশাসন দ্বারা সমর্থিত হয়নি); **বেদঃ**–বেদ, জ্ঞানের গ্রন্থ; **নারায়ণঃ সাক্ষাৎ**–সাক্ষাৎ নারায়ণ (নারায়ণের বাণী হওয়ার ফলে); **স্বয়ম্ভূঃ**–স্বয়ংসম্পূর্ণ (নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে এবং অন্য কারাও কাছ থেকে যা শেখা হয়নি); **ইতি**–এইভাবে; **শুশ্রুম**–আমরা শুনেছি।

অনুবাদ : যমদূতেরা উত্তরে বলল– বেদে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে, তাই ধর্ম এবং তার বিপরীতই অধর্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তা স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছে। সেকথা আমরা যমরাজের কাছে শুনেছি।

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥
(ভা. ৬/৩/১৯)

ধর্মম্–প্রকৃত ধর্ম; **তু**–কিন্তু; **সাক্ষাৎ**–প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবৎ**–পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **প্রণীতম্**–বিধিবদ্ধ হয়েছে; **ন**–না; **বৈ**–বস্তুতপক্ষে; **বিদুঃ**–জানে; **ঋষয়ঃ**–ভৃগু আদি ঋষিগণ; **ন**–না; **অপি**–ও; **দেবাঃ**–দেবতারা; **ন**–না; **সিদ্ধ-মুখ্যাঃ**–প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ; **অসুরাঃ**–অসুরেরা; **মনুষ্যাঃ**–মানুষেরা; **কুতঃ**–কোথায়; **নু**–বস্তুতপক্ষে; **বিদ্যাধর**–বিদ্যাধরগণ; **চারণঃ**–চারণলোকের অধিবাসীরা; যাঁরা স্বাভাবিকভাবেই মহান সংগীতজ্ঞ এবং গায়ক; **আদয়ঃ**–ইত্যাদি।

অনুবাদ : প্রকৃত ধর্ম স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রণীত। সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন, সে মহান ঋষিগণও তা নিশ্চিতভাবে জানেন না। দেবতা অথবা প্রধান প্রধান সিদ্ধগণও তা জানেন না, তাহলে অসুর, মানুষ, বিদ্যাধর এবং চারণদের আর কী কথা।

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
(ভা. ৬/৩/২০)

স্বয়ম্ভূঃ–ব্রহ্মা; নারদঃ–দেবর্ষি নারদ; শম্ভুঃ–শিব; কুমারঃ–চতুঃসন; কপিলঃ–কপিলদেব; মনুঃ–স্বায়ম্ভুব মনু; প্রহ্লাদঃ–প্রহ্লাদ মহারাজ; জনকঃ–মহারাজ জনক; ভীষ্মঃ–পিতামহ ভীষ্ম; বলিঃ–বলি মহারাজ; বৈয়াসকিঃ–ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব; বয়ম্–আমরা।

অনুবাদ : ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, কপিল (দেবহূতিপুত্র), স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনক মহারাজ, পিতামহ ভীষ্ম, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং আমি– এ বারো জন আমরা প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জানি।

(যমরাজ)

দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

(ভা. ৬/৩/২১)

দ্বাদশ–বারো; এতে–এই; বিজানীমঃ–জানি; ধর্ম্মম্–প্রকৃত ধর্ম; ভাগবতম্–যা মানুষকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দেয়; ভটাঃ–হে ভৃত্যগণ; গুহ্যম্–অত্যন্ত গোপনীয়; বিশুদ্ধম্–চিন্ময়, যা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়; দুর্বোধম্–দুর্বোধ্য; যম্–যা; জ্ঞাত্বা–জেনে; অমৃতম্–নিত্য জীবন; অশ্নুতে–উপভোগ করে।

অনুবাদ : হে ভৃত্যগণ, এ দিব্য ধর্ম যা ভাগবত-ধর্ম বা ভগবৎ-প্রেম ধর্ম নামে পরিচিত, তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। তা অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ

মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য, কিন্তু কেউ যদি ভাগ্যক্রমে তা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পান, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥

(ভা. ৬/৩/২২)

এতাবান্–এ পর্যন্ত; এব–বস্তুত; লোকে অস্মিন্–এই জড় জগতে; পুংসাম্–জীবের; ধর্মঃ–ধর্ম; পরঃ–গুণাতীত; স্মৃতঃ–স্বীকৃত; ভক্তিযোগঃ–ভক্তিযোগ; ভগবতি–ভগবানকে (দেবতাদের নয়), তৎ–তাঁর; নাম–পবিত্র নাম; গ্রহণ-আদিভিঃ–কীর্তন থেকে শুরু হয়।

অনুবাদ : ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তিযোগ, তা-ই মানব-সমাজে জীবের পরম ধর্ম।

(যমরাজ)

তস্মাৎ সঙ্কীর্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতম্ ॥

(ভা. ৬/৩/৩১)

তস্মাৎ–অতএব; সঙ্কীর্তনম্–সমবেতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন; বিষ্ণোঃ–ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; জগৎ-মঙ্গলম্–এ জগতে সব চাইতে শুভ কর্ম; অংহসাম্–পাপকর্মের; মহতাম্ অপি–অত্যন্ত গুরুতর হলেও; কৌরব্য–হে কুরুনন্দন; বিদ্ধি–জেনো; ঐকান্তিক–চরম; নিষ্কৃতম্–প্রায়শ্চিত্ত।

অনুবাদ : শুকদেব গোস্বামী বললেন– হে কুরুনন্দন, ভগবানের নাম-সংকীর্তন গুরুতর পাপসমূহকেও সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। তাই সেই নাম-সংকীর্তনই সমগ্র জগতের মঙ্গলস্বরূপ। তা অবগত হওয়ার চেষ্টা করুন, যাতে অন্যরাও নিষ্ঠা সহকারে সে পন্থা অবলম্বন করে।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥
(ভা. ৬/১৪/৫)

মুক্তনাম্–যাঁরা এই জীবনে মুক্ত হয়েছেন; অপি–ও; সিদ্ধানাম্–যাঁরা দেহসুখের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করে সিদ্ধ হয়েছেন; নারায়ণ-পরায়ণঃ–যাঁরা নারায়ণকেই পরমতত্ত্ব বলে জানতে পেরেছেন; সুদুর্লভঃ–অত্যন্ত দুর্লভ; প্রশান্ত–পরম শান্ত; আত্মা–যাঁর চিত্ত; কোটিষু–কোটি কোটির মধ্যে; অপি–ও; মহামুনে–হে মহর্ষে।

অনুবাদ : হে মহর্ষে, এই প্রকার কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥
(ভা. ৬/১৭/২৮)

নারায়ণ-পরাঃ–কেবল ভগবান নারায়ণের সেবায় আগ্রহশীল শুদ্ধ ভক্ত; সর্বে–সমস্ত; ন–না; কুতশ্চন–কোথাও;

বিভ্যতি–ভীত হন; স্বর্গ–স্বর্গলোকে; অপবর্গ–মুক্তিতে; নরকেষু–এবং নরকে; অপি–ও; তুল্য–সমান; অর্থ–মূল্য; দর্শিনঃ–দর্শন করেন।

অনুবাদ : ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তগণ জীবনের কোনো অবস্থাতেই কখনো ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি ও নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তরা কেবল ভগবানের সেবার প্রতিই আগ্রহশীল।

ব্রহ্মসংহিতা

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ : সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশত সম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ : লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণি নির্মিত

গৃহসমূহে সুরভি গাভী, অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করছেন এবং শতসহস্র লক্ষ্মীগণ কর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হচ্ছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটি কমনীয় বিশেষ শোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লনয়ন, ময়ূরপুচ্ছধারী, নীলমেঘবর্ণ অপূর্ব সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট কোটি-কন্দর্পমোহন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আলোলচন্দ্রক লসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্ ।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ : দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিত বনমালা যাঁর গলদেশে এবং বংশী ও রত্নাঙ্গদ করদ্বয়ে শোভমান, সর্বদা প্রণয়কেলি-বিলাসযুক্ত ললিত-ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর রূপই যাঁহার নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময় সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ : সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি, যাঁর বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহের প্রত্যেক অঙ্গ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন ও কলন করেন।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৩ ।

অনুবাদ : বেদেরও অগম্য, কিন্তু কেবল শুদ্ধ আত্মভক্তি লভ্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। তিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য, পুরাণ-পুরুষ হয়েও নবযৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ।

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম।
সোহপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৪ ।

অনুবাদ : সেই জড়াতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদের বায়ু-নির্গমণপথ অথবা অতন্নিরসনকারী নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকারী মুনিশ্রেষ্ঠগণের জ্ঞানচর্চারূপ পন্থা শত-কোটি বৎসর চলেও যাঁর চরণারবিন্দের অগ্রসীমামাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

একোহপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩৫।

অনুবাদ : শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব-প্রযুক্ত হওয়ায় তিনি একতত্ত্ব। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা-কার্যে তাঁর শক্তি অপৃথগ্‌রূপে বর্তমান। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁর মধ্যে বর্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনযানভূষাঃ।
সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩৬।

অনুবাদ : ভাবরূপ ভক্তির দ্বারা বিভাবিতচিত্ত মনুষ্যগণ যাঁর রূপমহিমা, আসন, যান ও ভূষণ লাভ করে নিগমোক্ত মন্ত্রসূক্ত দ্বারা তাঁর স্তব করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৭।

অনুবাদ : আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিত, স্বীয় চিদ্রূপা চৌষট্টি কলাযুক্তা ও হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখীবর্গের সাথে যে অখিলাত্মাভূত গোবিন্দ স্বীয় গোলোকধামে নিত্য বাস করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩৮

অনুবাদ : প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯

অনুবাদ : যে পরমপুরুষ স্বাংশ কলাদি নিয়মে রামাদি মূর্তিতে স্থিত হয়ে ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হয়েছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪০

অনুবাদ : যাঁর প্রভা থেকে উৎপন্ন উপনিষদুক্ত নির্বিশেষব্রহ্ম কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদির বিভূতি থেকে পৃথক হয়ে নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা।
সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১

অনুবাদ : সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণময়ী এবং জড় ব্রহ্মাণ্ডগত বেদজ্ঞান-বিস্তারিণী মায়া যাঁর অপরাশক্তি, সেই সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরসত্ত্বনিবন্ধক বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪২

অনুবাদ : যিনি আনন্দচিন্ময়রসরূপে স্মরণকারী প্রাণীদের মনে প্রতিফলিত হয়ে নিজ লীলার দ্বারা নিরন্তর ভুবন-বিজয়ী হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৩

অনুবাদ : দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্বোপরি গোলোকনামা নিজ ধাম। সে সে ধামে সে সে প্রভাবসকল যিনি বিধান করেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দূর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৪

অনুবাদ : স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবনপূজিতা 'দুর্গা', তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৫

অনুবাদ : দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ যোগে দধি হয়, তবু কারণরূপ দুগ্ধ থেকে পৃথক তত্ত্ব হয় না, সেরূপ যিনি কার্যবশত 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

দীপার্চিরের হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৬

অনুবাদ : এক মূল প্রদীপের জ্যোতি যেরূপ অন্যবর্তি বা বাতিগত হয়ে বিবৃত (বিস্তার লাভ) হেতু সমান ধর্ম বজায় রেখে পৃথকভাবে প্রজ্বলিত হয়, সেরূপ (শ্রীবিষ্ণু) চরিষ্ণুভাবে যিনি প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৭

অনুবাদ : আধার-শক্তিময়ী শেষাখ্যা শ্রেষ্ঠ স্বমূর্তি অবলম্বনপূর্বক স্বীয় রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসহ যিনি করণার্ণবে শায়িত হয়ে যোগনিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৮

অনুবাদ : মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস বের হয়ে যে কাল পর্যন্ত অবস্থান করে, তাঁর লোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি সে কালমাত্র জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু যাঁর কলাবিশেষ, অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ভাস্বান যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র ।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯

অনুবাদ : সূর্য যেরূপ সূর্যকান্তাদি মণিসমূহে নিজ তেজ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট করেন, সেরূপ বিভিন্নাংশরূপ ব্রহ্মা যাঁর কাছ থেকে শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ।

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫০

অনুবাদ : গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করার উদ্দেশ্যে তৎকার্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁর পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ।

অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ
কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্রয়াণি ।
যস্মাদ্ভবন্তি বিভন্তি বিশন্তি যঞ্চ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫১

অনুবাদ : আগুন, মাটি, আকাশ, জল, বায়ু, দিক, কাল, আত্মা ও মন– এ নয়টি পদার্থের সমন্বয়ে ত্রিজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। যাঁর থেকে তা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে যাঁর মধ্যে অবস্থান করে এবং প্রলয়কালে যাঁর মধ্যে প্রবেশ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫২

অনুবাদ : গ্রহসমূহের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ।

ধর্মোহথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধেয়শ্চ জীবাঃ ।
যদ্দত্তমাত্রবিভবপ্রকটপ্রভাবা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৩

অনুবাদ : ধর্ম, অধর্ম বা পাপ, শ্রুতিগণ, তপঃসমূহ এবং ব্রহ্মা থেকে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত জীবসকল যাঁর প্রদত্তমাত্র বিভব কর্তৃক প্রকটিত ও প্রভাবিত হয়ে বর্তমান আছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ।

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৪

অনুবাদ : 'ইন্দ্রগোপ' নামক ক্ষুদ্রকীটই হোক অথবা দেবগণের ইন্দ্রই হোন, কর্মমার্গি জীবদের যিনি পক্ষপাতশূন্য হয়ে তাদের স্ব-স্ব কর্মবন্ধানুরূপ ফল ভাজন করেন অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমানগণের কর্মসকল সমূলে দহন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৫

অনুবাদ : কাম, ক্রোধ, সখ্যরূপ সহজ প্রণয়, ভয়, বাৎসল্য, মোহ, গুরুগৌরব ও সেব্যভাব দ্বারা যাঁর চিন্তা করে তদনুশীলনকারীগণ তত্তদ্ভাবনাযোগ্য রূপ-গুণ লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্য দেহ লাভ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ৫৬

অনুবাদ : যে স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্‌গত কল্পতরু, ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই গান, গমনমাত্রই নাট্য, বংশী প্রিয়সখী, জ্যোতি চিদানন্দময়, পরম চিৎপদার্থ মাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য; যে স্থলে কোটি কোটি সুরভী হইতে চিন্ময় মহা-ক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হয়, যেখানে ভূত ও ভবিষ্যদ্‌রূপ খণ্ডত্বরহিত চিন্ময়কাল নিত্য বর্তমান, সুতরাং নিমেষার্ধও ভূতধর্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদীপরূপ পরমপীঠকে আমি ভজনা করি। সেই ধামকে এ জড় জগতের বিরলচর অতি স্বল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলোক বলে জানেন।

হরেকৃষ্ণ

মায়াপুর ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন
ঢাকা, বাংলাদেশ
সমগ্র বিশ্বে পারমার্থিক শিক্ষা প্রদান করার জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, সেজন্য আমরা মায়াপুরে একটি সুবৃহৎ কেন্দ্র খুলেছি যেখানে সারা বিশ্বের মানুষ পদ্ধতিগতভাবে শাস্ত্র শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারবে। – শ্রীল প্রভুপাদ
শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষার ভিত্তিতে পদ্ধতিগতভাবে উচ্চতর পারমার্থিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাই এ ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য। ভগবদ্গীতা, ভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উপদেশামৃত, উপনিষদ আদি শাস্ত্রের দর্শন যথাযথভাবে শিক্ষাদান ও প্রচারের পাশাপাশি তা অনুশীলনে সবাইকে সহযোগিতা করাও এ ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য। উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় বছর জুড়ে বিভিন্ন কোর্সের আয়োজন করা হয়। নিম্নে কোর্সসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হলো :
আমাদের কোর্সসমূহ
ভক্তিশাস্ত্রী কোর্স
পাঠ্যগ্রন্থ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,
উপদেশামৃত ও
ভক্তিবৈভব কোর্স
পাঠ্যগ্রন্থ :
শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীহরিনামামৃত কোর্স
পাঠ্যগ্রন্থ : শ্রীহরিনামামৃত কোর্স
ইসকন শিষ্য প্রশিক্ষণ কোর্স
পাঠ্যগ্রন্থ : ডিসাইপল কোর্স
শ্রীগীতা-মাধুর্য কোর্স
নয়টি সেমিনারে সম্পন্ন
আধুনিক বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের আলোকে
আধ্যাত্মিক রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা
আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ
শ্রীগীতা-মাধুর্য
হরিনামামৃত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নোট
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য: কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
স্বামীবাগ আশ্রম
৭৯, স্বামীবাগ রোড
স্বামীবাগ, ঢাকা– ১১০০
মোবাইল : ০১৯২১৪৮৪৬৪৭,